Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

## ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

## রিসার্চের বিষয়ঃ

## সন্তানের প্রতি পিতা মাতার দায়িত্ব ও কর্তব্য


তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

কামরুন নাহার

রোলঃ 23090121730


২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

## ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

## রিসার্চের বিষয়ঃ

## সন্তানের প্রতি পিতা মাতার দায়িত্ব ও কর্তব্য

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।


তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

কামরুন নাহার

রোলঃ 23090121730

Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

## ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

**প্রত্যয়ন পত্র**

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " সন্তানের প্রতি পিতা মাতার দায়িত্ব ও কর্তব্য " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে কামরুন নাহার, আইডিঃ 23090121730 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

# ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " সন্তানের প্রতি পিতা মাতার দায়িত্ব ও কর্তব্য" শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: জোবায়ের হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

কামরুন নাহার

(স্বাক্ষর)

**কামরুন নাহার**

আইডিঃ 23090121730

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

# সূচিপত্র


অধ্যায় 1 : ভূমিকা :.....10

অধ্যায় 2 : লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:.....11

অধ্যায় 3: সন্তান আল্লাহর নেয়ামত চাই যথাযথ তালিম তারবিয়াত :.....12

অধ্যায় 4 : পিতা-মাতার মর্যাদা ও ভূমিকা:.....23

1. কুরআনের আলোকে পিতা-মাতার মর্যাদা.....23

2. হাদীসের আলোকে পিতা-মাতার মর্যাদা.....24

3. পিতা-মাতার দায়িত্বের বৈশিষ্ট্য.....25

তৃতীয় 5 : পরিবার, সন্তান লালন পালন ও মা বাবার করনীয়:.....26

১.পরিবারের সংজ্ঞা:.....26

২. সন্তান আল্লাহর পক্ষ থেকে আমানত.....26

৩. সন্তান লালনপালনের উদ্দেশ্য:.....27

৪. পরিবারের ভেতরে ইসলামী পরিবেশের গুরুত্ব:.....27

৫. সাহাবী ও সালাফদের দৃষ্টান্ত:.....27

পিতা-মাতার দায়িত্ব ও কর্তব্য.....30

অধ্যায় 6 : সন্তানের জন্ম-পরবর্তী দায়িত্ব:.....38

১. নবজাতকের কানে আজান ও ইকামত:.....38

২. তাহনিক:.....38

৩. আকীকা:.....38

৪. নামকরণ:.....38

৫. মুণ্ডন (চুল ফেলা) ও সদকা:.....39

৬. খতনা (সুন্নত):.....39

৭. দুধ পান করানো:.....39

৮. দোয়া ও বরকত কামনা:.....39

অধ্যায় 7: সন্তানের শিক্ষা ও জ্ঞানার্জনের অধিকার: ..... 41
১. ইসলামে শিক্ষার গুরুত্ব: ..... 41
২. কোরআন-হাদিসে শিক্ষার নির্দেশনা: ..... 41
৩. দুনিয়াবি ও আখিরাতমুখী শিক্ষা: শিশুদের জন্য সমন্বিত শিক্ষা প্রয়োজন: ..... 41
৪. শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করা: ..... 41
৫. মাদরাসা, মসজিদ ও শিক্ষকের ভূমিকা: ..... 42
৬. শিক্ষা এবং চরিত্র গঠনের সংযোগ: ..... 42
৭. আধুনিক যুগের চ্যালেঞ্জ: ..... 42
৮. শিক্ষা ও জ্ঞান অর্জনের নৈতিক দায়িত্ব: ..... 43
অধ্যায় 8 :সন্তানের শিক্ষা দীক্ষা সংক্রান্ত ভুলভ্রান্তি: ..... 44
1.সন্তান আমানত ..... 44
2.বিজাতীয় রীতিনীতি ও ফ্যাশন প্রীতি ..... 45
3.কুরআন মজীদ না শেখানো ..... 45
4.দ্বীন না শেখানো ..... 46
5.সন্তানকে ইসলাম বিদ্বেষী করে গড়ে তোলা ..... 47
অধ্যায় 9 :শিশুর প্রথম পাঠশালা: ..... 48
সন্তানের জন্য বিধর্মীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং বিধর্মী শিক্ষককে প্রাধান্য দেওয়া ..... 49
উপার্জন কেন্দ্রিক শিক্ষা নির্বাচন ..... 49
উচ্চ শিক্ষার জন্য অমুসলিম দেশে গমন ..... 50
সন্তানের স্বাধীনতার নামে তাকে মুক্ত ছেড়ে দেওয়া ..... 50
অধ্যায় 10 :সন্তানের মধ্যে সাহসিকতা তৈরি করা: ..... 53
📖 ১. কুরআনের দৃষ্টিতে সাহসিকতার গুরুত্ব ..... 53
🕋 ২. রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবন থেকে সাহসের শিক্ষা ..... 54
🌱 ৩. সন্তানদের মধ্যে সাহসিকতা গড়ার পদ্ধতি ..... 54

(৪) দায়িত্বশীল করে তোলা.....55
(৫) দুঃখে ধৈর্য শেখানো.....56
6. পিতা-মাতার ভূমিকা.....56
অধ্যায় 11 : সন্তানের জীবনে পিতার পরহেযগারির সুফল:.....57
1.কুরআন মাজীদে কৃতজ্ঞ মুমিনের সুন্দর একটি দুআ উল্লেখ করা হয়েছে- .....57
2.সন্তানকে নিয়ে হযরত ইবরাহীম আ.-এর স্বপ্ন.....60
অধ্যায় 12 : সন্তানের শারীরিক ও পার্থিব প্রয়োজন পূরণ:.....66
১. সন্তানের জন্য হালাল রিজিক উপার্জন:.....66
২. খাদ্যের দায়িত্ব:.....66
৩. বস্ত্র ও শালীন পোশাক:.....66
৪. আশ্রয় ও বাসস্থানের ব্যবস্থা:.....67
৫. স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা: .....67
৬. খেলাধুলা ও বিনোদনের ব্যবস্থা: .....67
৭. জীবিকা ও শিক্ষার জন্য ব্যয় করা:.....68
অধ্যায় 13 : সন্তানের ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা: .....69
১. ধর্মীয় শিক্ষার গুরুত্ব:.....69
২. ঈমান শিক্ষা: .....69
৩. নামাজ শিক্ষা:.....69
৪. কোরআন শিক্ষা:.....70
৫. হালাল-হারাম জ্ঞান: .....70
৬. নৈতিক ও চারিত্রিক শিক্ষা: .....70
৭. রাসূল ﷺ এর শিক্ষাদান পদ্ধতি: .....71
৮. সাহাবীদের সন্তান শিক্ষার দৃষ্টান্ত: .....71
৯. আধুনিক যুগে ধর্মীয় শিক্ষার চ্যালেঞ্জ:.....71

১০. সমাধান ও করণীয়:.....71
অধ্যায় 14 : সন্তানের নৈতিক ও সামাজিক বিকাশ:.....73
১. নৈতিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা:.....73
২. সত্যবাদিতা ও আমানতদারিতা শিক্ষা:.....73
৩. পিতা-মাতা ও শিক্ষকের প্রতি সম্মান.....73
৪. প্রতিবেশী ও আত্মীয়ের অধিকার:.....74
৫. ভ্রাতৃত্ব ও সহযোগিতা:.....74
৬. ধৈর্য, ক্ষমাশীলতা ও নম্রতা:.....74
৭. সমাজের প্রতি দায়িত্ববোধ:.....75
---.....75
৮. আধুনিক চ্যালেঞ্জ ও ইসলামের সমাধান:.....75
অধ্যায় 15 : পিতা-মাতার দায়িত্ব পালনে অবহেলা ও তার পরিণতি :.....76
1/ দায়িত্বে অবহেলার মূল কারণ.....76
2/ পিতা-মাতার অবহেলার দুনিয়াবি পরিণতি.....77
3/ পারিবারিক বন্ধনের ভাঙন.....78
4/ আখিরাতের পরিণতি.....78
5/সন্তানের দোয়া থেকে বঞ্চিত হওয়া.....79
6/ আখিরাতের লজ্জা ও অনুতাপ.....79
7/ দায়িত্ব পালনে ইসলামের প্রেরণা.....80
অধ্যায় 16 : সমাধান ও করণীয়:.....81
১. পারিবারিক পরিবেশের গুরুত্ব:.....81
২. পিতা-মাতার নৈতিক ও ধর্মীয় সচেতনতা:.....81
৩. সন্তানের শারীরিক ও মানসিক কল্যাণ নিশ্চিত করা:.....81
৪. আধুনিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা:.....81

৫. ইসলামিক শিক্ষার মাধ্যমে নৈতিক বিকাশ:.....82
৬. সমাজ ও রাষ্ট্রের সহযোগিতা.....82
৭. দোয়া ও আখিরাতের কল্যাণ:.....82
৮. উপসংহারমূলক নির্দেশনা:.....82
অধ্যায় 17: উপসংহার (Conclusion):.....84

# অধ্যায় 1 : ভূমিকা :

সন্তান একটি পরিবারের মূল ভিত্তি। তাদের সঠিক বিকাশ ও সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য পিতা-মাতার ভূমিকা অপরিহার্য। আজ যারা কচিকাঁচা আগামীতে তারাই হবে জাতির কর্ণধার। সন্তান মা-বাবার কাছে আল্লাহ তাআলার এক মহা আমানত। এই আমানতের যথাযথ হক আদায় করা মা বাবা ও অভিভাবকের কর্তব্য। সন্তান মা বাবার নিকট আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে আমানত। তাদেরকে দ্বীন শিক্ষা দেওয়ার শরীয়তের প্রয়োজনীয় বিষয়াদি শেখানো এবং একজন ঈমানদার মানুষ হিসাবে ঘরে তোলা মা-বাবা ও অভিভাবকের কর্তব্য। এতে কোন সন্দেহ নেই যে সন্তানকে হালাল ও বৈধ পন্থায় আয় রোজগার শেখানোও পিতা মাতার কর্তব্য । দিন ও শরীয়তের মৌলিক বিষয়াদি দেখানো একজন দ্বীনদার নামাজী ও উপকৃত মানুষ হিসেবে ঘরে তোলাও দায়িত্ব ও কর্তব্য।

হাদিস শরীফে এসেছে

জেনে রেখো তোমরা প্রত্যেকে দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেককে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। পুরুষ তার পরিবার বর্গের ব্যাপারে দায়িত্বশীল। তাদের ব্যাপারে তাকে জবাবদিহি করতে হবে। সহিও বুখারী ১ /২২২ হাদিস ৮৯৩

সুসন্তান যেমন মা বাবার জন্য দুনিয়া ও আখেরাতের বড় সম্পদ এবং সদকা জারিয়া তেমনি সন্তান যদি দিন ও শরীয়তের অনুগত না থাকে দুর্নীতি ও গুনাহে লিপ্ত থাকে সে উভয় জগতের মা বাবার জন্যে বিপদ। দুনিয়াতে লাঞ্ছনা বঞ্চনা ও পেরেশানির কারণ আর কবরে থেকেও মা বাবা তার গুনাহের ফল ভোগ করতে থাকবে । আখিরাতে এই আদরের দুলালই আল্লাহ তাআলার দরবারে মা বাবার বিরুদ্ধে আপিল করবে যে তারা আমাকে দিন শেখায় নি পালন করিনি তাই এই আমানতের হক আদায়ের প্রতি খুবই যত্নবান হতে হবে। আজকের বিশ্বে নৈতিক অবক্ষয়, পরিবার ভাঙন, প্রযুক্তির অপব্যবহার এবং পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাবের কারণে সন্তানের সঠিক লালন-পালন একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই সন্তানের অধিকার এবং পিতা-মাতার কর্তব্য নিয়ে আলোচনা করা অত্যন্ত জরুরি।

কুরআন ও হাদিসে বারবার পরিবার ও সন্তানের বিষয়ে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। যেমন:

কুরআনে বলা হয়েছে: “হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবারকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও।” (সূরা তাহরীম: ৬)

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: “প্রত্যেকেই নেতা, আর প্রত্যেককে তার দায়িত্বের ব্যাপারে প্রশ্ন করা হবে।” (বুখারি ও মুসলিম)

এই আয়াত ও হাদিস প্রমাণ করে যে, সন্তান লালন-পালন শুধু সামাজিক দায়িত্ব নয়, বরং এটি একটি ধর্মীয় দায়িত্বও।

# অধ্যায় 2 : লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

সন্তান লালন পালনের প্রধান উদ্দেশ্যই হলো জান্নাত লাভ করা। সন্তানকে এমন ভাবে ঘরে তুলতে হবে যেন দ্বীন ও দুনিয়া ভারসাম্য রক্ষা করে চলতে পারে। সন্তান পিতা-মাতার জন্য সদকায়ে জারিয়া হয়ে থাকে। শিশু সন্তানের পরিচর্যা ও তাদের সঠিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা পিতামাতার দায়িত্ব। বিশেষত আয়-উপার্জন এবং সাংসারিক তাগিদে পিতার অধিকাংশ সময় বাইরে অবস্থানের কারণে সন্তানের প্রায় সবকিছুর ক্ষেত্রে মায়ের ভূমিকা বেশি। সন্তান পরিচর্যা ও প্রতিপালন এবং তাদের সেবার পেছনে নারী যে সময় ও শ্রম দেন, এতে তিনি বড় সওয়াবের অধিকারী হবেন। যা আখিরাতে কল্যাণ লাভ ও জান্নাত লাভের উপায় ।

## অধ্যায় 3: সন্তান আল্লাহর নেয়ামত চাই যথাযথ তালিম তারবিয়াত :

আল্লাহ তাআলার নিআমত অপরিসীম। গুনে শেষ করা যাবে না। আল্লাহ তাআলা নিজেই ঘোষণা দিচ্ছেন–

وَ اِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَةَ اللهِ لَا تُحْصُوْهَا اِنَّ اللهَ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

তোমরা যদি আল্লাহর নিআমতসমূহ গুনতে শুরু কর, তবে তা গুনে শেষ করতে পারবে না। বস্তুত আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। —সূরা নাহল (১৬) : ১৮

বান্দার কর্তব্য হল, নিআমতের শোকর আদায় করা। মুখে এবং কাজের মাধ্যমে। এই কর্তব্য পালন করলে দয়াময় আল্লাহ নিআমত আরও বাড়িয়ে দেবেন। আর কর্তব্যে অবহেলা করলে রয়েছে কঠিন শাস্তি। আল্লাহ তাআলা বলেন–

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيْدَنَّكُمْ وَ لَئِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِيْ لَشَدِيْدٌ.

যদি তোমরা শোকর কর তবে আমি অবশ্যই তোমাদের আরও বেশি দেব। আর যদি অকৃতজ্ঞ হও, তবে আমার শাস্তি অবশ্যই কঠোর। —সূরা ইবরাহীম (১৪) : ০৭

আমাদের সন্তান-সন্ততিও এমন এক মহা নিআমত, যা শুধু সে-ই পায়, আল্লাহ যাকে দান করেন। এখানে কারও কোনোরূপ ক্ষমতা চলে না।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

لِلهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ يَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ اِنَاثًا وَّ يَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ الذُّكُوْرَ،اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَّ اِنَاثًا وَ يَجْعَلُ مَنْ يَّشَآءُ عَقِيْمًا اِنَّهٗ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ.

আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর রাজত্ব আল্লাহরই। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। যাকে ইচ্ছা কন্যাসন্তান দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা পুত্রসন্তান দান করেন। অথবা তাদের দান করেন পুত্র ও কন্যা উভয়ই। আর যাকে ইচ্ছা বন্ধ্যা করে দেন। তিনি নিশ্চয়ই সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান। —সূরা শূরা (৪২) : ৪৯-৫০

অতএব সন্তান-সন্ততিকে মহান আল্লাহর বিশেষ নিআমত জ্ঞান করে শোকর আদায় করতে হবে। স্মরণ রাখতে হবে তাদের ব্যাপারে আমাদের কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য আছে। এ সম্পর্কে কাল কিয়ামতে আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে।
এক দীর্ঘ হাদীসে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–
পুরুষ তার পরিবারের যিম্মাদার; পরিবার সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে। নারী তার স্বামীর ঘর ও তার সন্তানদের যিম্মাদার; তাদের সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে। —সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ২৯২৮

আমাদের কর্তব্য
আমাদের কর্তব্য হল, সন্তানের দুনিয়াবি প্রয়োজনগুলো যথাসাধ্য পূরণ করা এবং সে যেন আখেরাতে জাহান্নাম থেকে বেঁচে জান্নাত লাভের মাধ্যমে সর্বোচ্চ সফলতা অর্জন করতে পারে– এজন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা। আল্লাহ তাআলা বলেন–

...يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَ اَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّ قُوْدُهَا النَّاسُ وَ الْحِجَارَةُ

হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের ও তোমাদের পরিবার-পরিজনকে সেই আগুন থেকে রক্ষা কর, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর...। —সূরা তাহরীম (৬৬) : ০৬

আমরা অনেকেই সন্তানের অস্থায়ী ভবিষ্যতের সফলতার জন্য তো নানান চেষ্টা ও তাদবীর করি; কিন্তু তার চিরস্থায়ী সফলতার ব্যাপারে উদাসীন থাকি।

জাহান্নাম থেকে রক্ষার উপায়
কুরআনে কারীমে আল্লাহ তাআলা জাহান্নাম থেকে রক্ষা এবং জান্নাত লাভের মৌলিক দুটি উপায় উল্লেখ করেছেন–

.وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

আর যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে, তারা জান্নাতের অধিবাসী; তারা তাতে চিরকাল থাকবে। —সূরা বাকারা (২) : ৮২

এমন আরও অনেক আয়াত রয়েছে যেগুলোর বার্তা হল– 'জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ ও জান্নাত লাভের উপায় ঈমান ও নেক আমল।'

অতএব সন্তানকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করতে হলে, তাকে ঈমান ও নেক আমলের ধারক এবং কুফুর, শিরক ও মন্দ কাজ বর্জনকারী বানাতে হবে। এজন্য ছোট থেকেই তার পেছনে পরিকল্পিত মেহনত করতে হবে।

আমাদের করণীয়

এক. সন্তানের জন্য দুআ করা

সন্তানকে নেককার হিসেবে গড়ে তোলার প্রচেষ্টার সাথে সাথে দুআও করতে হবে– আল্লাহ তাআলা যেন তাকে নেককার বানান। এমন দুআ কুরআনে কারীমে অনেক রয়েছে। যেমন–

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَ ذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّ اجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا.

হে আমাদের রব! আমাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির পক্ষ থেকে আমাদের দান করুন চোখের শীতলতা এবং আমাদের পরহেযগারদের জন্য আদর্শ বানান। —সূরা ফুরকান (২৫) : ৭৪

মারইয়াম আ.-এর মায়ের দুআ–

وَ اِنِّيْٓ اُعِيْذُهَا بِكَ وَ ذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ.

আমি তাকে (মারয়ামকে) ও তার সন্তান-সন্ততিকে অভিশপ্ত শয়তান থেকে আপনার আশ্রয়ে দিচ্ছি। —সূরা আলে ইমরান (৩) : ৩৬

যাকারিয়া আ.-এর দুআ–

قَالَ رَبِّ اِنِّيْ وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّيْ وَ اشْتَعَلَ الرَّاْسُ شَيْبًا وَّ لَمْ اَكُنْۢ بِدُعَآئِكَ رَبِّ شَقِيًّا، وَ اِنِّيْ خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَّرَآءِيْ وَ كَانَتِ امْرَاَتِيْ عَاقِرًا فَهَبْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا، يَّرِثُنِيْ وَ يَرِثُ مِنْ اٰلِ يَعْقُوْبَ وَ اجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا.

হে আমার রব! আমার অস্থিসমূহ দুর্বল হয়ে গেছে এবং মাথায় বার্ধক্যের শুভ্রতা ফুটে উঠেছে। আর হে রব! আপনার নিকট প্রার্থনা করে আমি কখনো বিফল হইনি।

আমি আমার পরে আত্মীয়স্বজনের ব্যাপারে ভয় করি, আর আমার স্ত্রীও বন্ধ্যা, অতএব আপনি আমাকে আপনার নিকট থেকে দান করুন একজন কার্যনির্বাহক। যে (দ্বীন বিষয়ে) আমার স্থলাভিষিক্ত হবে এবং ইয়াকুবের সন্তান-সন্ততির। আর হে রব! তাকে করুন পছন্দসই। —সূরা মরইয়াম (১৯) : ৪-৬

ইবরাহীম আ.-এর দুআ–

رَبِّ هَبْ لِيْ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ.

অর্থাৎ হে আমার রব! আমাকে একজন সৎপুত্র দান করুন। —সূরা সাফফাত (৩৭) : ১০০

رَبِّ اجْعَلْنِيْ مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِيْ رَبَّنَا وَ تَقَبَّلْ دُعَآءِ.

অর্থাৎ হে আমার রব! আমাকে নামায কায়েমকারী বানান এবং আমার সন্তান-সন্ততির মধ্য থেকেও (একদলকে)। হে আমাদের রব! আর আমাদের দুআ কবুল করুন। —সূরা ইবরাহীম (১৪) : ৪০

আম্বিয়ায়ে কেরাম জানতেন, আল্লাহর কাছে কী চাইতে হয়। কীভাবে চাইতে হয়। আল্লাহ তাআলা তাঁদের দুআগুলো পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করেছেন আমাদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য।

দুই. নিজেদের পরিবেশ ও চালচলন ঠিক করা

শিশুরা পরিবারের সদস্যদের দেখে শেখে। এই শেখা শুরু হয় মুখ ফোটারও আগে। অনেক শিশু অন্যদের দেখাদেখি নামায পড়ে, হাত বাঁধে, রুকু-সিজদা করে। তাই শিশুর দ্বীনী তারবিয়াতের জন্য দ্বীনী পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে।

তিন. শিক্ষার ব্যাপারে যত্নবান হওয়া

নিকট অতীতের বিখ্যাত আলেম মাওলানা মুহাম্মাদ মনযূর নোমানী রাহ. বলেন–

‘আম্বিয়ায়ে কেরামের দুনিয়ার এই ক্ষণস্থায়ী জীবন সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি হল : এটি মূলত আখেরাতের চিরস্থায়ী জীবনের প্রস্তুতির জন্য। এই দৃষ্টিভঙ্গির স্বাভাবিক ও অপরিহার্য দাবি এই যে, দুনিয়ার সবচেয়ে বড় মাসআলা হল, আখেরাতে সফলতা অর্জন করা। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক ব্যক্তির উপর তার সন্তানের এই হক সাব্যস্ত করেছেন যে, একেবারে প্রথম থেকেই তার দ্বীনী তালীম ও তারবিয়াতের ফিকির করবে। এতে অবহেলা করলে গুনাহগার হবে।’ —মাআরিফুল হাদীস ৩/২৭৪

অতএব সন্তানকে প্রথমে আল্লাহর নাম ও কালিমা শেখাতে হবে। তারপর ধীরে ধীরে বিভিন্ন যিকির, মাসূর দুআ এবং ইসলামী শিষ্টাচার শেখাতে হবে।

নবীজীর আমল দেখুন– ওমর ইবনে আবি সালামা রা. বলেন, আমি ছোট অবস্থায় নবীজীর কাছেই লালিত পালিত হয়েছি। একবার খাওয়ার সময় পাত্রের চতুর্পাশ থেকে খাচ্ছিলাম। তখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন–

.يَا غُلَامُ، سَمِّ اللهَ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ

‘হে বৎস! বিসমিল্লাহ বল, ডান হাতে খাও এবং তোমার পাশ থেকে খাও।’ —সহীহ মুসলিম, হাদীস ২০২২

এভাবে শিশুকে ছোট থেকেই হাতে-কলমে সুন্নত, আদব ইত্যাদি শেখানো।

চার. সন্তান যেন আমার থেকে কোনো মন্দ কাজ না শেখে

সতর্কতার অভাবে অনেক সময় শিশুরা আমাদের থেকেও বিভিন্ন মন্দ কাজ শেখে। যা অত্যন্ত দুঃখজনক। এ ব্যাপারে পূর্ণ সতর্কতা কাম্য। কয়েকটি বিষয় আলোচনা করা যায়।

ক. অনেক সময় জ্বালাতন থেকে বাঁচার জন্য আমরা শিশুর হাতে ডিভাইস-স্মার্টফোন দিয়ে দেই। অথচ আমরা কি একটু চিন্তা করেছি! সামান্য সময়ের জ্বালাতন থেকে বাঁচার জন্য আদরের সন্তানের হাতে এমন একটি অগ্নিখণ্ড তুলে দিলাম, যার কারণে তার ঈমান, আমল, আখলাক এককথায় দুনিয়া ও আখেরাত কোনো কিছুই রেহাই পাবে না। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন!

বিষয়টি ব্যাপক হওয়ায় হয়তো আমাদের কাছে তেমন কিছু মনে হয় না। মনে করি, কী আর এমন হবে! কিন্তু একটু ভাবলে দেখা যাবে, সন্তানের বহু আচরণ আমাদের এই কর্মের ফল।

এর সুন্দর সমাধান হল, সন্তানকে সময় দেওয়া। তার আনন্দ-বিনোদনের উত্তম পথ খুঁজে বের করা।

খ. শিশুকে কখনো মিথ্যা আশ্বাস না দেই। একে তো তা কবীরা গুনাহ তারপর আবার এ থেকে বাচ্চাও শিখবে যে, প্রয়োজনে মিথ্যা কথা বলা যায়। অতএব এক্ষেত্রেও সতর্কতা কাম্য। এ বিষয়ে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কী বলেছেন শুনুন–

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমের রা. বলেন–

(ছোট বেলায়) একদিন (আমি খেলার জন্য ঘর থেকে বের হতে চাইলে) আম্মা ডাক দিয়ে বললেন, এদিকে আস, তোমাকে একটি জিনিস দেব। তখন নবীজী আমাদের ঘরে ছিলেন। তিনি বললেন, তুমি তাকে কী দিতে চেয়েছ?

মা বললেন, আমি তাকে খেজুর দিতে চেয়েছি।

তখন নবীজী বললেন, তুমি যদি তাকে কিছু না দাও তবে তোমার মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেওয়ার গুনাহ হবে। —সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৪৯৯১; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ১৫৭০২

ঘ. রাগের সময় কোনো অসমীচীন শব্দ না বলি। কেউ কেউ এই সময় সন্তানকে গালিগালাজ করে। অশ্রাব্য ভাষা ব্যবহার করে; যা কোনো সভ্য মানুষ থেকেও কাম্য নয়। এতে অনেকগুলো ক্ষতি :

১. এটি কবীরা গুনাহ

২. এর কারণে পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের শ্রদ্ধাবোধ বাকি থাকে না।

৩. সন্তানও পিতা-মাতার উপর এগুলো প্রয়োগ করে।

এক নারীকে দেখেছি, সে তার ছেলেকে খুব গালিগালাজ করত। কিছুদিন পর দেখি, ছেলেও তার মাকে গালিগালাজ করছে এবং ঐ শব্দগুলোই বলছে, যেগুলো তার মা একসময় বলত।

এমন অনেক বিষয় রয়েছে, যা আমাদের আচরণ থেকে সন্তান শেখে। সুতরাং আমরা সন্তানের সাথে এমন আচরণ করব না, যা তার থেকে কামনা করি না।

পাঁচ. সন্তানের তারবিয়াতের ব্যাপারে পূর্ণ সচেতন থাকা

সন্তানকে কোনো অন্যায় কাজ করতে দেখলে ছোট বলে এড়িয়ে না যাই; তার মতো করে তাকে শেখাই বা শাসন করি। মনে রাখতে হবে, আজকের শিক্ষাদান, একটু চোখ রাঙানো বা সামান্য ধমক দেওয়াতে যে কাজ হবে, হয়তো একসময় সর্বশক্তি ব্যয় করেও সেই কাজ হবে না। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আমল দেখি। হযরত আবু হুরায়রা রা. বর্ণনা করেন–

একবার নবীজীর নাতি হাসান ইবনে আলী রা. একটি সদকার খেজুর মুখে দিল। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখে সাথে সাথে বললেন– কাখ্ কাখ্, ফেল ফেল, তুমি জানো না, আমরা (নবীবংশ) সদকার বস্তু খাই না! —সহীহ বুখারী, হাদীস ১৪৯১

হাসান রা.-এর জন্ম তৃতীয় হিজরীর রমযানে। সেই হিসেবে তখন তার বয়স আর কতইবা হবে। কিন্তু নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছোট্ট শিশু বলে এড়িয়ে যাননি। একথা বলেননি– সে তো ছোট, সামান্য একটি খেজুরে কী-ই বা হবে; বরং বাধা দিয়েছেন, খেতে দেননি; উপরন্তু তারবিয়াতের জন্য একটু ধমকের স্বরে বলেছেন– তুমি জানো না, আমরা সদকা খাই না।

এই হল আমাদের নবীজীর শিক্ষা ও আদর্শ। কিন্তু আমরা অনেকসময় নিজেরাই অজুহাত পেশ করি–সে তো ছোট।

ছয়. সন্তানকে কমপক্ষে ফরযে আইন পরিমাণ দ্বীনী ইলম শেখানো

সন্তান একটু বড় হলে তাকে ধীরে ধীরে ওযু, গোসল, নামায, কুরআন কারীমের তিলাওয়াত ও আকায়েদ থেকে শুরু করে দ্বীনের মৌলিক বিধানগুলো শেখাতে হবে।

সাত. সন্তানকে নেক আমলে অভ্যস্ত করা

সন্তানকে নেক আমলে অভ্যস্ত করার জন্য আমাদের কয়েকটি কাজ করতে হবে :

ক. নিজেরা নেক আমলে পাবন্দ হতে হবে। কেননা শিশুরা বড়দের অনুকরণ করে।

খ. নামায, রোযা ও অন্যান্য আমলে সন্তানকেও নিজেদের সাথে শরীক করতে হবে। আসুন এ ব্যাপারে সাহাবা যুগের একটি আমল দেখি–

রুবাইয়ে রা. বলেন, একবার আশুরার দিন সকালে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনার পাশ্বর্বর্তী গ্রামগুলোতে সংবাদ পাঠালেন, 'যারা রোযা রেখেছে তারা যেন পূর্ণ করে আর যারা রাখেনি তারা যেন অবশিষ্ট দিবস রোযাদারের মতো থাকে।'

এরপর থেকে আমরা নিজেরা (আশুরার) রোযা রাখতাম। আমাদের শিশুদেরকেও এতে অভ্যস্ত করতাম। ইফতার পর্যন্ত তাদেরকে নিয়ে মসজিদে থাকতাম। তাদের জন্য তুলার খেলনা বানিয়ে রাখতাম। খাবারের জন্য কেউ কান্না করলে সেই খেলনা দিতাম। —সহীহ বুখারী, হাদীস ১৯৬০; সহীহ মুসলিম, হাদীস ১১৩৬

সাহাবীগণ তাদের শিশুদেরকে রোযার মতো একটি সুকঠিন আমলে কীভাবে অভ্যস্ত করতেন!

গ. বাচ্চাকে নেক আমলের আদেশ দিতে হবে। এই ব্যাপারে স্বয়ং আল্লাহ তাআলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আদেশ করে বলেন–

وَ اْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَ اصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْـَٔلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَ الْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوٰى.

আর আপনি স্বীয় পরিবার-পরিজনকে নামাযের আদেশ করুন এবং নিজেও তাতে অবিচল থাকুন। আমি আপনার নিকট রিযিক চাই না, আমিই আপনাকে রিযিক দান করি। আর শুভ পরিণাম তাকওয়া (অবলম্বনকারীদের) জন্য। —সূরা ত্ব-হা (২০) : ১৩২

সন্তান যদি কথা না শোনে তাহলে প্রয়োজনে কিছু শাসনও করতে হবে। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

তোমাদের বাচ্চাদের সাত বছর পূর্ণ হলে (তাদেরকে) নামাযের তাকীদ কর। আর দশ বছর পূর্ণ হলে নামাযে অলসতার কারণে প্রহার কর এবং এ বয়সে উপনীত হলে বিছানা পৃথক করে দাও। —সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৪৯৫

দশ বছর বয়সে নামায ফরয হয় না তবুও প্রহারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যাতে সে বালেগ হওয়ার আগেই নামাযে অভ্যস্ত হয়ে যায়। এই হাদীসে অন্যান্য আমলের উল্লেখ না থাকলেও সেগুলোর বিধান নামাযেরই মতো।

আট. শিশুর অন্তরে ধর্মীয় মূল্যবোধ ও আখেরাতমুখী চিন্তা-চেতনার বীজ বপন করা

এ উদ্দেশ্যে আমাদের কয়েকটি কাজ করতে হবে :

ক. বাচ্চাকে এই বিষয়ে তার মতো করে নসীহত করতে হবে। এই বিষয়ে অনুসরণীয় হল, লুকমান আ.-কতৃর্ক স্বীয় পুত্রকে নসীহত। যা কুরআন কারীমের সূরা লুকমানের ১৩, ১৬, ১৭, ১৮ ও ১৯ মোট পাঁচটি আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে।

তেমনি ইবরাহীম আ. ও ইয়াকুব আ.-কতৃর্ক নিজ সন্তানদেরকে উপদেশ। যা সূরা বাকারার ১৩২ ও ১৩৩ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে।

খ. নবীদের কাহিনী, আমাদের নবীজীর সীরাত ও সাহাবা-তাবেয়ীন এবং আকাবির-আসলাফের জীবনী ও ঘটনাবলি শোনানো।

গ. উলামায়ে কেরামের মজলিসে নিয়ে যাওয়া। কারণ ওলামায়ে কেরাম হলেন এই গুণের ধারক বাহক।

এপর্যায়ে দুজন কর্তব্যপরায়ণ অভিভাবকের গল্প শুনি, তাদেরই সন্তানদের মুখে।

এক. হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানবী রাহ.-এর পিতা আবদুল হক রাহ.।

থানবী রাহ. বলতেন, ‘আমার পিতা যে সুব্যবস্থাপনায় আমাদের (দুই ভাইয়ের) তারবিয়াত করেছেন তা তাঁর গভীর প্রজ্ঞা ও বুদ্ধির পরিচায়ক ছিল।

লালন-পালন ও শিক্ষা-দীক্ষা সম্পর্কে বলতেন, চার-পাঁচ বছর বয়সে মায়ের ইন্তেকালের পর পিতা অত্যন্ত স্নেহ-মমতার সাথে আমাদের দুই ভাইকে প্রতিপালন করেছেন। মাতৃ-বিয়োগের শোকও তিনি আমাদের ভুলিয়ে দিয়েছিলেন। তারাবীর নামায শেষে খতমের যে মিষ্টি মসজিদসমূহে বিতরণ করা হত তা আমাদের কখনো গ্রহণ করতে দিতেন না। বরং সেদিন দোকান থেকে মিষ্টি খরিদ করে এনে আরও বেশি করে খাওয়াতেন এবং বলতেন, 'মসজিদে মিষ্টি আনতে যাওয়া আমাদের জন্য লজ্জাকর।' এভাবে তিনি আমাদের লোভ-লালসা থেকে বাঁচাতেন এবং লজ্জা শেখাতেন।

একদা ছাত্রজীবনে দেওবন্দ মাদরাসার প্রাক্তন মুহতামিম হযরত মাওলানা রফী উদ্দীন সাহেব রাহ. সম্পর্কে কথা প্রসঙ্গে আমার মুখ দিয়ে বের হয়ে গেল, 'মাওলানা সাহেব রাহ. লেখাপড়া বেশি করেননি। কিন্তু মাদরাসা পরিচালনার কাজে খুবই দক্ষ ও কামিল বুযুর্গ ছিলেন।

একথা শুনে আব্বা রাগান্বিত হলেন এবং ধমক দিয়ে বললেন, 'বুযুর্গদের শানে এ রকম উক্তি করতে নেই।' তিনি রাগে আমাকে মারতে উঠলেন, তবে মারেননি।

মোটকথা, আমাদের আখলাকের প্রতি তিনি খুবই লক্ষ্য রাখতেন, কিন্তু সেইসঙ্গে যারপরনাই স্নেহ-মমতা ও আদর-ভালবাসা দিতেন।' —আশরাফ চরিত ৪৫, ৪৮-৪৯

দুই. বিখ্যাত দাঈ, মুফাক্কিরে ইসলাম, আরব-আজমের শায়েখ, বহু কালজয়ী গ্রন্থের রচয়িতা সায়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী রাহ.-এর আম্মা। আলী মিয়া রাহ. যেহেতু বাল্যকালেই পিতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত হয়ে যান, তাই মায়ের হাতেই তাঁর লালন-পালন ও তালীম-তরবিয়ত। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন :

আমাকে এমনিতে অনেক স্নেহ করতেন। আব্বাজানের মৃত্যুর পর তাঁর স্নেহ আরও বেড়ে যায়। এতদসত্ত্বেও তিনি দুটি বিষয়ে খুবই কঠোর ছিলেন।

এক. নামাযের ব্যাপারে কোনোরূপ ছাড় দিতেন না।

দুই. আমার দ্বারা কোনো কাজের বুয়ার ছেলে বা গরীব ছেলের সাথে বাড়াবাড়ি, অন্যায় বা তাচ্ছিল্যপূর্ণ আরচণ হলে শুধু ক্ষমা চাওয়া নয়; বরং হাতজোড় পর্যন্ত করাতেন। এতে আমার যতই অপমান হত, তিনি কোনোভাবেই মানতেন না। এর দ্বারা জীবনে আমি অনেক উপকৃত

হয়েছি। জুলুম ও অহঙ্কারকে ভয় পেতে শিখেছি। কারও মনে কষ্ট দেওয়া বা কাউকে অপদস্থ করা কবীরা গুনাহ মনে করতে শিখেছি। এরই কারণে সারা জীবন নিজের ভুল স্বীকার করা আমার কাছে সহজ মনে হয়েছে। —যিকরে খায়ের, পৃ. ৪৭-৪৮

এটি শুধু তাদের দুজনের নয়, বরং যুগ যুগ ধরে সকল আদর্শ মা-বাবার সন্তান প্রতিপালনের পদ্ধতি। একদিকে যারপরনাই আদর-সোহাগ, অপরদিকে যথাযথ তালীম-তারবিয়াত।

এভাবেই তারা সন্তানদেরকে যুগের শ্রেষ্ঠ সম্পদে পরিণত করেছেন। মুসলিম উম্মাহকে উপহার দিয়েছেন হাকীমুল উম্মত ও আলী মিয়ার মতো নক্ষত্র, যেগুলো কিয়ামত পর্যন্ত ঝলমল করতে থাকবে এবং দিশা পেতে থাকবে অসংখ্য অগণিত পথিক। আর নিজেরা ইনশাআল্লাহ অধিকারী হবেন সেই জ্যোতির্ময় মুকুটের, যার সুসংবাদ দিয়েছেন মহানবী সা. তাঁর এই বাণীতে :

যে ব্যক্তি কুরআন কারীম পড়বে এবং তার নির্দেশ মতো আমল করবে কিয়ামতের দিন তার মা-বাবাকে এমন মুকুট পরানো হবে যার আলো সূর্যের আলোর চেয়েও বেশি হবে (যদি সূর্য তোমাদের ঘরে হত) তাহলে যে স্বয়ং আমল করবে তার ব্যাপারে তোমাদের কী ধারণা। —সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ১৪৫৩

আমরাও তাদের কাফেলায় শামিল হওয়ার চেষ্টা করি। নিজ নিজ সন্তানের পেছনে মেহনত করি। তাদের গড়ে তোলার চেষ্টা করি  শ্রেষ্ঠ সম্পদরূপে। আল্লাহর রহমত তো আগে যেমন ছিল এখনো তেমনই আছে। চিরকাল তেমনই থাকবে।

—

# অধ্যায় 4 : পিতা-মাতার মর্যাদা ও ভূমিকা:

ইসলাম এমন একটি পরিপূর্ণ জীবনবিধান যা মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রতিটি দিকনির্দেশনা প্রদান করে। এই ধর্ম মানব জীবনের প্রতিটি সম্পর্ককে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী পরিচালিত করার আহ্বান জানায়। সেই সম্পর্কগুলোর মধ্যে পিতা-মাতার মর্যাদা ও দায়িত্ব অন্যতম। সন্তান যেমন পিতা-মাতার অনুগ্রহ, তেমনি পিতা-মাতা সন্তানের জন্য রহমত ও অনুপ্রেরণার উৎস। কুরআন ও হাদীসে পিতা-মাতার মর্যাদা, দায়িত্ব ও কর্তব্য নিয়ে অসংখ্য দিকনির্দেশনা রয়েছে, যা পরিবার ও সমাজে ভারসাম্য বজায় রাখে।

### 1. কুরআনের আলোকে পিতা-মাতার মর্যাদা

আল্লাহ তাআলা কুরআনে বহু স্থানে পিতা-মাতার মর্যাদা ও তাদের প্রতি সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছেন। পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও সদ্ব্যবহারের নির্দেশ কুরআনের অন্যতম মৌলিক শিক্ষা।

"আর আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করতে আদেশ করেছি। তার মা তাকে কষ্টের পর কষ্ট ভোগ করে গর্ভে ধারণ করেছে এবং তার দুধ ছাড়ানো হয় দুই বছরে। আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো; আমারই নিকট ফিরে আসতে হবে।"
(সূরা লুকমান ৩১:১৪)

এই আয়াতে পিতা-মাতার কষ্ট ও ত্যাগের প্রতি সচেতন হয়ে সন্তানের কর্তব্য স্মরণ করানো হয়েছে। আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতার সাথে পিতা-মাতার প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে বলা হয়েছে, যা তাদের মর্যাদাকে কত উচ্চে তুলে ধরে তা নির্দেশ করে।

আরও একটি আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

"তোমার প্রতিপালক নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তাঁরই ইবাদত কর এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করো। তাদের একজন বা উভয়েই যদি বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তাদের প্রতি 'উফ' পর্যন্ত বলো না, তাদের ধমক দিও না; বরং তাদের সাথে সম্মানজনক কথা বলো।"

(সূরা আল-ইসরা ১৭:২৩)

এই আয়াত থেকে স্পষ্ট যে, ইসলামে পিতা-মাতার প্রতি সম্মান, সহানুভূতি ও নম্রতা প্রদর্শন করা ইমানের অঙ্গ।

### 2. হাদীসের আলোকে পিতা-মাতার মর্যাদা

রাসূলুল্লাহ ﷺ পিতা-মাতার মর্যাদা সম্পর্কে অনেক বাণী রেখেছেন, যা ইসলামী সমাজে তাদের উচ্চ অবস্থান নির্ধারণ করে।

এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে —

>"এক ব্যক্তি নবী ﷺ -এর কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল, হে আল্লাহর রাসূল! মানুষের মধ্যে কার কাছে আমার সর্বাধিক সদ্ব্যবহার করা উচিত? তিনি বললেন, 'তোমার মায়ের কাছে।' সে আবার জিজ্ঞাসা করল, এরপর কার কাছে? তিনি বললেন, 'তোমার মায়ের কাছে।' সে আবার জিজ্ঞাসা করল, এরপর কার কাছে? তিনি বললেন, 'তোমার মায়ের কাছে।' সে চতুর্থবার জিজ্ঞাসা করলে বললেন, 'তারপর তোমার পিতার কাছে।'"
(সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৯৭১)

এই হাদীস স্পষ্টভাবে মায়ের প্রতি সন্তানের দায়িত্বের গুরুত্ব তুলে ধরে, কারণ সন্তান জন্ম, দুধপান ও প্রতিপালনের ক্ষেত্রে মা সর্বাধিক ত্যাগ স্বীকার করে থাকেন।

আরেকটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন —

"আল্লাহর সন্তুষ্টি নিহিত রয়েছে পিতা-মাতার সন্তুষ্টিতে, আর আল্লাহর অসন্তুষ্টি নিহিত রয়েছে পিতা-মাতার অসন্তুষ্টিতে।"
(সুনান আত-তিরমিযী, হাদীস নং ১৮৯৯)

অতএব, পিতা-মাতার সন্তুষ্টি অর্জন করা ঈমান ও আল্লাহর সন্তুষ্টির অংশ।

---

### 3. পিতা-মাতার দায়িত্বের বৈশিষ্ট্য

পিতা-মাতার দায়িত্ব তিনটি মূল ভাগে বিভক্ত করা যায়ঃ

১ দেহগত দায়িত্ব: সন্তানের খাদ্য, পোশাক, বাসস্থান ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।
২ মানসিক দায়িত্ব: ভালোবাসা, নিরাপত্তা ও মানসিক স্থিতি প্রদান করা।
৩ আধ্যাত্মিক দায়িত্ব: ঈমান, আমল, নৈতিকতা ও ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান করা।

ইসলাম এই তিনটি দিককেই একসাথে গুরুত্ব দেয়। শুধুমাত্র শারীরিক বা আর্থিক পরিচর্যা যথেষ্ট নয়, বরং সন্তানের আখিরাতের মুক্তির জন্য আধ্যাত্মিক শিক্ষা প্রদান করা পিতা-মাতার সর্বোচ্চ দায়িত্ব।

সারসংক্ষেপ:

ইসলাম পিতা-মাতাকে সন্তানের জীবনের প্রথম শিক্ষক ও পথনির্দেশক হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। কুরআন ও হাদীসের আলোকে দেখা যায়, পিতা-মাতার দায়িত্ব শুধুমাত্র দুনিয়াবী প্রয়োজন মেটানো নয়; বরং সন্তানের ঈমান, নৈতিকতা ও আখিরাতের কল্যাণ নিশ্চিত করা। পিতা-মাতার সঠিক দিকনির্দেশনাই সমাজে সৎ, ন্যায়পরায়ণ ও ঈমানদার প্রজন্ম গড়ে তোলে।

# তৃতীয় 5 : পরিবার, সন্তান লালন পালন ও মা বাবার করনীয়:

১.পরিবারের সংজ্ঞা:

ইসলামে পরিবারকে সমাজের ভিত্তি বলা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা পুরুষ ও নারীকে দাম্পত্য বন্ধনে আবদ্ধ করে মানব জাতির বংশবিস্তার ও শান্তির ব্যবস্থা করেছেন। কোরআনে বলা হয়েছে:

“তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে একটি এই যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকেই স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তি পাও এবং তিনি তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন।” (সূরা রূম: ২১)

পরিবার শুধু সামাজিক প্রতিষ্ঠান নয়; বরং এটি এমন একটি কেন্দ্র যেখানে ঈমান, নৈতিকতা, ইবাদত ও ইসলামী জীবনব্যবস্থা শিখানো হয়।

---

২. সন্তান আল্লাহর পক্ষ থেকে আমানত

কোরআনে সন্তানকে ‘আমানত’ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ সন্তান পিতা-মাতার ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়, বরং আল্লাহর দান। তাদের সঠিকভাবে লালনপালন করা পিতা-মাতার দায়িত্ব।

রাসূল ﷺ বলেছেন:

“তোমরা প্রত্যেকেই অভিভাবক, এবং প্রত্যেকেই তার অধীনস্থদের ব্যাপারে জবাবদিহি করবে।” (বুখারি ও মুসলিম)

এই হাদিস প্রমাণ করে যে, সন্তানের লালনপালন এক ধরনের ইবাদত এবং দায়িত্বশীলতার প্রকাশ।

---

### ৩. সন্তান লালনপালনের উদ্দেশ্য:

সন্তানের ঈমান ও তাকওয়া গড়ে তোলা।

নৈতিকভাবে সৎ ও আদর্শ মানুষ তৈরি করা।

সমাজ ও উম্মাহর কল্যাণে অবদান রাখার মতো প্রজন্ম গড়ে তোলা।

দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতার জন্য সন্তানকে প্রস্তুত করা।

---

### ৪. পরিবারের ভেতরে ইসলামী পরিবেশের গুরুত্ব:

সন্তান তার প্রথম শিক্ষা পায় পরিবার থেকে। যদি পরিবারে ইসলামী পরিবেশ থাকে—

নামাজ আদায়, কোরআন তিলাওয়াত, সত্যবাদিতা, নৈতিকতা চর্চা—
তাহলে সন্তানও সহজেই এগুলো আয়ত্ত করবে।
কিন্তু পরিবারে যদি গাফলতি, অশ্লীলতা ও অবাধ স্বাধীনতা থাকে, তবে সন্তানের চরিত্র নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

---

### ৫. সাহাবী ও সালাফদের দৃষ্টান্ত:

হযরত লুকমান (আ.) তাঁর সন্তানকে উপদেশ দিয়েছিলেন:
“হে আমার ছেলে! আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করো না। নিশ্চয়ই শিরক সবচেয়ে বড় জুলুম।” (সূরা লুকমান: ১৩)

সাহাবীগণ সন্তানদের ছোটবেলা থেকেই নামাজ ও কোরআনের শিক্ষা দিতেন।
তারা বিশ্বাস করতেন, সন্তানের সঠিক লালনপালন করাই দুনিয়ার সেরা সম্পদ।
আমাদের অস্তিত্বের প্রতিটি কণা আল্লাহর দান। জীবনের প্রতিটি বিন্দু আল্লাহর দয়া। তাই আমাদের অস্তিত্ব ও জীবন আল্লাহর কাছে ঋণী। আমাদের উপর আল্লাহর অফুরন্ত নিআমতরাজির মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য একটি নিআমত হল আমাদের সন্তানেরা।

নিঃসন্তান দম্পতি কিংবা সন্তানহারা মাকে জিজ্ঞেস করুন, বুঝতে পারবেন, সন্তান কত বড় নিআমত! আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেনÑ

وَ اللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ بَنِيْنَ وَ حَفَدَةً وَّ رَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُوْنَ وَ بِنِعْمَتِ اللّٰهِ هُمْ يَكْفُرُوْنَ.

আল্লাহ তোমাদেরই মধ্য হতে তোমাদের জন্য স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের স্ত্রীদের থেকে তোমাদের জন্য পুত্র ও পৌত্রাদি সৃষ্টি করেছেন। আর ভালো-ভালো জিনিসের থেকে রিযিকের ব্যবস্থা করেছেন। তবুও কি তারা ভিত্তিহীন জিনিসের প্রতি ঈমান রাখবে আর আল্লাহর নিআমতসমূহের অকৃতজ্ঞতা করবে? Ñসূরা নাহল (১৬) : ৭২

সম্পদের প্রাচুর্যে পূর্ণ একটি পরিবার। তবুও তারা বিষণ্ন। কারণ তাদের কোল উজ্জ্বল করেনি কোনো ফুটফুটে শিশুর নিষ্পাপ হাসি। আল্লাহ যাকে দান করেন সে-ই কেবল অধিকারী হতে পারে এ নিআমতের। ইরশাদ হয়েছেÑ

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ، يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ، يَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ اِنَاثًا وَّ يَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ الذُّكُوْرَ .اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَّ اِنَاثًا، وَ يَجْعَلُ مَنْ يَّشَآءُ عَقِيْمًا، اِنَّهٗ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ.

আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর রাজত্ব আল্লাহরই। তিনি যা চান সৃষ্টি করেন। যাকে চান কন্যা দেন এবং যাকে চান পুত্র দেন। অথবা দান করেন পুত্র ও কন্যা উভয়ই। আবার যাকে ইচ্ছা বন্ধ্যা করে দেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান। Ñসূরা শুরা (৪২) : ৪৯-৫০

সন্তান গুরুত্বপূর্ণ আমানত

সন্তান আল্লাহর দান। আল্লাহর পক্ষ থেকে বড় এক আমানত। আল্লাহ এর মাধ্যকে পরীক্ষা করেন! বান্দা এই আমানতের যথাযথ হেফাযত করে কি না। সন্তান-সন্ততির মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা বান্দাকে দুইভাবে পরীক্ষা করেন।

এক. সন্তানের কারণে বান্দা আল্লাহর হুকুম লঙ্ঘন করে কি না।

দুই. বান্দা সন্তানকে আমানত মনে করে কি না এবং সে আমানতের হেফাযতে যত্নবান হয় কি না। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَآ اَمْوَالُكُمْ وَ اَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، وَّ اَنَّ اللهَ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ.

জেনে রেখ, তোমাদের সম্পদ ও তোমাদের সন্তান-সন্ততি তোমাদের জন্য এক পরীক্ষা। আর মহা পুরস্কার রয়েছে আল্লাহরই কাছে। সূরা আনফাল (৮) : ২৮

ইমাম ইবনে জারীর তবারী রাহ. বলেন, আল্লাহ তাআলা মুমিন বান্দাদের লক্ষ করে বলছেন,

واعلموا، أيها المؤمنون !إنما أموالكم التي خَوَّلَكُمُوها اللهُ، وأولادُكم التي وَهَبَها اللهُ لكم، اختبارٌ ،وبلاء، أَعْطاكُمُوها ليَختبرَكم بها ويَبتليَكم، لينظر كيف أنتم عاملون من أداء حق الله عليكم فيها .والانتهاء إلى أمره ونهيه فيها

হে মুমিনগণ! জেনে রেখ, তোমাদেরকে যে ধন-সম্পদ ও সন্তানাদি দান করেছি এসব তোমাদের জন্য পরীক্ষার বস্তু। এর মাধ্যমে তোমাদের আমি পরীক্ষা করব। এটা দেখার জন্য যে, সন্তান-সন্ততি ও অর্থ-কড়ির ক্ষেত্রে তোমরা আল্লাহর হক কতটুকু আদায় কর এবং দ্বীনের বিধিনিষেধ কী পরিমাণ মান্য কর। তাফসীরে তাবারী ১১/১২৬

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন

أَلاَ كُلّكُمْ رَاعٍ وَكُلّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيّتِهِ، ...وَالرّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيّتِهِ، وَالمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ، وَهِيَ مَسْؤُولَةٌ عَنْهُمْ، ...أَلاَ فَكُلّكُمْ رَاعٍ وَكُلّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيّتِهِ.

শুনে রাখো, তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেককেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। ... পুরুষ তার পরিবারের ব্যাপারে দায়িত্বশীল। তাকে সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। নারী তার পরিবার, সন্তান-সন্ততির বিষয়ে দায়িত্বশীল, তাকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। তাকে সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে।... জেনে রাখো, প্রত্যেক ব্যক্তিই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকেই তার অধীনস্তদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে। Ñসহীহ বুখারী, হাদীস ৭১৩৮; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ২৯২৮

আরেক হাদীসের ঘোষণা

ما مِن عبد اسْتَرْعاه اللهُ رعيّةً، فلم يَحُطْها بنصيحة، إلا لم يجدْ رائحة الجنة.

আল্লাহ তাআলা যদি বান্দাকে কারো দায়িত্বশীল বানান আর সে নিজ অধীনস্তদের কল্যাণের ব্যাপারে যত্নশীল না হয়, তাহলে সে জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না। সহীহ বুখারী, হাদীস ৭১৫০

মোটকথা, সন্তান-সন্ততি পিতা-মাতার নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে আমানত। তাদের ঈমান-আকীদা, বোধ-বিশ্বাস, চিন্তা-চেতনা, আমল-আখলাক, জীবন যাপন প্রভৃতির ব্যাপারে দায়িত্বশীলতার পরিচয় দেওয়া মাতা-পিতার কর্তব্য।

### পিতা-মাতার দায়িত্ব ও কর্তব্য

সন্তান আল্লাহর পক্ষ থেকে নিআমত এবং পিতা-মাতার নিকট আমানত। পিতা-মাতার কর্তব্য হল, সন্তানকে আল্লাহর ফরমাবরদার বান্দা হিসাবে গড়ে তোলা এবং শয়তানের সবধরনের গোলামি থেকে দূরে রাখা। শয়তান চায়, প্রত্যেকটা মানবশিশুকে অঙ্কুরেই ধ্বংস করতে। জান্নাত থেকে বিতাড়িত হওয়ার সময়ই তার অঙ্গিকার ছিল  আদমসন্তানকে বিপথগামী করা। তখন আল্লাহ তাআলা তাকে বলেছিলেন

وَ شَارِكْهُمْ فِى الْاَمْوَالِ وَ الْاَوْلَادِ وَعِدْهُمْ، وَ مَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطٰنُ اِلَّا غُرُوْرًا.

যাও তাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে অংশীদার হয়ে যাও এবং তাদেরকে যত পার প্রতিশ্রুতি দাও। বস্তুত শয়তান তাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয় তা ধোঁকা ছাড়া কিছুই নয়। সূরা ইসরা (১৭) : ৬৪

অর্থাৎ শয়তান চাইবে সম্পদ ও সন্তানকে বিপথে পরিচালিত করতে। কিন্তু বান্দাকে আল্লাহ তাআলা সে সম্পর্কে আগেই সতর্ক করে দিয়েছেন। অভিভাবকের কর্তব্য পালনের মূল পর্বটা এখানে এসেই আবর্তিত হয়।

শিশুরা যেকোনো জিনিস খুব সহজে ধারণ করতে পারে। তাদের স্মৃতিতে তা যেন খোদাই হয়ে যায়। গুণীজনেরা যথার্থই বলেছেন, ‘শৈশবের শিক্ষা যেন পাথরে অংকিত নকশা।’ সুতরাং সন্তানকে সুসন্তান হিসাবে গড়ে তোলার মূল সময় হচ্ছে শৈশব কাল।

বক্ষমাণ প্রবন্ধে সন্তান লালন-পালনের ক্ষেত্রে তিনটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে :

এক. সন্তানের জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করা

পিতা-মাতার দুআ আল্লাহ তাআলা কবুল করেন। হাদীস শরীফের ইরশাদÑ

ثلاثُ دعواتٍ مستجاباتٌ لا شكّ فيهن :دعوة الوالد، ودعوة المسافر، ودعوة المظلوم.

তিন ব্যক্তির দুআ কবুল হয়, এতে কোনো সন্দেহ নেই। পিতা(-মাতা)র দুআ, মুসাফিরের দুআ ও মজলুমের দুআ। সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ১৫৩৬; জামে তিরমিযী, হাদীস ১৯০৫; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ১০১৯৬

সন্তান মানুষ হওয়ার ক্ষেত্রে মা-বাবার দুআর বড় ভূমিকা রয়েছে। এজন্য নবীগণ তাদের সন্তানদের জন্য দুআ করতেন। কুরআন মাজীদে ইবরাহীম আলাইহিস সালামের একাধিক দুআর বিবরণ এসেছে। যেমনÑ

وَ اِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا الْبَلَدَ اٰمِنًا وَّ اجْنُبْنِيْ وَ بَنِيَّ اَنْ نَّعْبُدَ الْاَصْنَامَ.

এবং সেই সময়কে স্মরণ কর, যখন ইবরাহীম (আল্লাহ তাআলার কাছে দু ‘আ করেছিল আর তাতে) বলেছিল, হে আমার প্রতিপালক! এ নগরকে শান্তিপূর্ণ বানিয়ে দিন এবং আমাকে ও আমার পুত্রগণকে মূর্তিপূজা থেকে দূরে রাখুন। Ñসূরা ইবরাহীম (১৪) : ৩৫

হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম আরো দুআ করেনÑ

رَبِّ اجْعَلْنِيْ مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِيْ، رَبَّنَا وَ تَقَبَّلْ دُعَآءِ.

হে আমার প্রতিপালক! আমাকেও নামায কায়েমকারী বানিয়ে দিন এবং আমার আওলাদের মধ্য হতেও (এমন লোক সৃষ্টি করুন, যারা নামায কায়েম করবে)। হে আমার প্রতিপালক! এবং আমার দু ‘আ কবুল করে নিন। সূরা ইবরাহীম (১৪) : ৪০

মারইয়াম রা. ভূমিষ্ঠ হলে তার ও তার ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য তার মা দুআ করেছিলেন

فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ ...وَ اِنِّیْ سَمَّیْتُهَا مَرْیَمَ، وَ اِنِّیْۤ اُعِیْذُهَا بِكَ وَ ذُرِّیَّتَهَا مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ.

অতঃপর যখন তার কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করল তখন সে বলল,... আমি তার নাম রাখলাম মারইয়াম এবং তাকে ও তার বংশধরগণকে অভিশপ্ত শয়তান থেকে হেফাজতের জন্য তোমার আশ্রয়ে অর্পণ করলাম। সূরা আলে ইমরান (৩) : ৩৬

সন্তানের ব্যক্তিত্ব গঠনের জন্য পিতা-মাতা আল্লাহর কাছে দুআ-রোনাযারি করবে সন্তানের জন্মের আগ থেকেই, সন্তান কামনার সময় থেকেই। ইয়াহইয়া আলাইহিস সালামের জন্মের পূর্বে হযরত যাকারিয়া আলাইহিস সালাম তাঁর জন্য দুআ করেছিলেন। আল্লাহ তাআলা ফরমান

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِیَّا رَبَّهٗ، قَالَ رَبِّ هَبْ لِیْ مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّیَّةً طَیِّبَةً، اِنَّكَ سَمِیْعُ الدُّعَآءِ.

এ সময় যাকারিয়া স্বীয় প্রতিপালকের কাছে দু ‘আ করল। বলতে লাগল, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে তোমার নিকট হতে পবিত্র সন্তান দান কর। নিশ্চয়ই তুমি দুআ শ্রবণকারী। সূরা আলে ইমরান (৩) : ৩৮

তিনি আরো দুআ করেন হে প্রভু! আপনি আমাকে একটি সন্তান দান করুন। এবং (বলেন)

وَ اجْعَلْهُ رَبِّ رَضِیًّا.

হে রব! তাকে এমন বানান, যে (আপনার) সন্তুষ্টিপ্রাপ্ত হবে। সূরা মারইয়াম (১৯) : ৬

অর্থাৎ সন্তান ভূমিষ্ঠের পূর্বেই তিনি নেক সন্তান কামনা করে দুআ করেছেন।

হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালামের ভূমিষ্ঠের পূর্বে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম দুআ করেছিলেন

رَبِّ هَبْ لِیْ مِنَ الصّٰلِحِیْنَ.

হে আমার প্রতিপালক! আমাকে এমন পুত্র দান কর, যে হবে সৎলোকদের একজন। সূরা আসসাফ্ফাত (৩৭) : ১০০

হযরত মারইয়াম রা.-এর জন্মের পূর্বে তার মা দুআ করেছিলেন

رَبِّ اِنِّیْ نَذَرْتُ لَكَ مَا فِیْ بَطْنِیْ مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّیْ، اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ.

হে আমার প্রতিপালক! আমার গর্ভে যে শিশু আছে, তাকে সকল কাজ থেকে মুক্ত রেখে তোমার জন্য উৎসর্গ করলাম। সুতরাং তুমি আমার পক্ষ হতে তা কবুল কর। নিশ্চয়ই তুমি (সকল কিছু) শোন ও (সকল বিষয়ে) জান। সূরা আলে ইমরান (৩) : ৩৫

সন্তানের জন্য নেক দুআ করা নেককার মুমিনের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ তাআলা তাঁর খাছ বান্দাদের একটি গুণ বর্ণনা করেছেন যে, তারা বলেÑ

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَ ذُرِّیّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْیُنٍ وَّ اجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِیْنَ اِمَامًا.

হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জন্য এমন স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি দান কর, যারা হবে আমাদের জন্য নয়নপ্রীতিকর এবং আমাদেরকে কর মুত্তাকীদের জন্য অনুসরণযোগ্য। Ñসূরা ফুরকান (২৫) : ৭৪

সুতরাং সন্তানের জন্য বেশি বেশি নেক দুআ করতে থাকা। তাদের উত্তম শিক্ষা-দীক্ষার জন্য আল্লাহর সাহায্য চাওয়া। কেননা তিনিই উত্তম সাহায্যকারী। আল্লাহর কাছে চাইতে থাকলে আল্লাহ অবশ্যই কবুল করবেন।

দুই. শিশুর কানে তাওহীদ ও রিসালাতের বাণী পৌঁছাতে থাকা

জন্মের পর থেকে নবজাতকের কানে এমন সব শব্দবাক্য বলতে থাকা, যা শিশুর হৃদয়ে আল্লাহ ও রাসূলের মহব্বত পয়দা করবে এবং দ্বীন-ধর্মের ভালবাসা সৃষ্টি করবে। এজন্যই সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর তার কানে আযান দেয়া হয়।

আবু রাফে রা. বলেন

رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة.

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি ফাতেমা রা.-এর পুত্র হাসান ইবনে আলীর জন্ম হলে তার কানে আযান দিয়েছেন। সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৫১০৫, জামে তিরমিযী, হাদীস ১৫৯৪

আযানের মধ্যে কী আছে? আযানের প্রথম চারটি বাক্যে আছে আল্লাহর বড়ত্বের ঘোষণা, পরের দুটি বাক্যে আল্লাহর একত্ববাদ ও শিরকমুক্ত হওয়ার সাক্ষ্য, এর পরের দুটি বাক্যে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবী এবং তাঁর আদর্শকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করার স্বীকারোক্তি, তার পরের দুটি বাক্যে রয়েছে নামায তথা আল্লাহর ইবাদতের প্রতি দাওয়াত। পরবর্তী দুটি বাক্যে রয়েছে সফলতার প্রতি আহ্বান। সর্বশেষে পুনরায় আল্লাহর একত্ববাদ ও নবীজীর রিসালাতের ঘোষণা।

সুতরাং অভিভাবকের কর্তব্য, শিশুর কানে সুযোগে সুযোগে এমন শব্দ-বাক্য দেওয়া, যা শিশুর হৃদয়ে আল্লাহ তাআলার তাওহীদ জাগ্রত রাখবে, তাঁর প্রতি মহব্বত-ভালবাসা বৃদ্ধি করবে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সীরাত ও আদর্শের প্রতি অনুপ্রাণিত করবে এবং আখেরাতের কামিয়াবির জন্য তার মন-মানসিতাকে প্রস্তুত করবে।

সালাফে সালেহীন তথা মহান পূর্বসূরীগণ তাঁদের সন্তানদেরকে ছোট বেলায় দ্বীনের মৌলিক অনেক বিষয় শিখিয়ে দিতেন। তাঁদের একটা নীতি ছিল

كانوا يستحبون أن يُلَقِّنُوْا الصبي يُعْرِبُ أولَ ما يتكلم يقول :لا إله إلا الله سبع مرات، ويكون ذلك أول شيء يتكلم به.

সাহাবী ও তাবেয়ীগণ শিশু স্পষ্ট উচ্চারণে কথা বলতে সক্ষম হলে তার কানের নিকট সাতবার لا إله إلا الله পড়তেন। ফলে শিশু সর্বপ্রথম যা উচ্চারণ করত তা হল لا إله إلا الله । মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, বর্ণনা ৩৫১৯; মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক, বর্ণনা ৭৯৬৭

মোটকথা, প্রিয় সন্তান যেন মানুষ হিসাবে গড়ে উঠতে পারে সেজন্য শিশুকাল থেকেই মেহনত করতে হবে। তাকে আল্লাহর গুণাবলির কথা, তাঁর একত্ববাদের কথা, নবীগণের ঘটনাবলি, সাহাবায়ে কেরাম ও অন্যান্য নেককার বান্দাদের কর্ম ও বাণি শোনাতে হবে।

তিন. সন্তানকে ভালো ও সুন্দর উপদেশ দেওয়া

সুন্দর উপদেশ কী ? এখানে আমরা এর দু ‘টি নমুনা পেশ করছিÑ

ক. হযরত লুকমান হাকীম-এর নাম কে না জানে! তিনি ছিলেন কুশ্রী, নাক চেপটা, ঠোঁট মোটা, হাবাশীদের চেয়েও কালো। ছিলেন কাঠমিস্ত্রি এবং এক ব্যক্তির গোলাম। তাফসীরে ইবনে কাসীর ৩/৭০৫-৭০৬

লুকমান রা.-এর যবান থেকে সবসময় প্রজ্ঞাপূর্ণ বাণী উৎসারিত হত। এজন্য তিনি হাকীম তথা প্রজ্ঞাবান অভিধায় ভূষিত হন।

তিনি ছিলেন নেককার বান্দা, আল্লাহর ওলী। তাঁর হেকমতপূর্ণ কথাগুলো আল্লাহর খুব পছন্দ। তিনি নিজ সন্তানকে উদ্দেশ্য করে কিছু উপদেশ দিয়েছিলেন। আল্লাহ তাআলার নিকট তা এত পছন্দ হয় যে, তিনি কুরআনে কারীমে তা উল্লেখ করে তার বাণীকে চির অমর করেছেন। যুগে যুগে যা সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার উত্তম উপদেশের উত্তম নমুনা হয়ে থাকবে। কুরআন মাজীদে সূরা লুকমানের ১৩ থেকে ১৯ আয়াত পর্যন্ত এর বিবরণ এসেছে। উপদেশগুলো হচ্ছে :

১. সন্তানকে তাওহীদ ও একত্ববাদ তথা আল্লাহ এক, তাঁর কোনো শরীক নেই এই কথার শিক্ষা দেওয়া। এটি ছিল সন্তানের প্রতি লুকমান হাকীমের প্রথম উপদেশ

وَ اِذْ قَالَ لُقْمٰنُ لِابْنِهٖ وَ هُوَ يَعِظُهٗ :يٰبُنَىَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ، اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ.

এবং (সেই সময়কে) স্মরণ কর, যখন লুকমান তার পুত্রকে উপদেশচ্ছলে বলেছিল, হে বাছা! আল্লাহর সাথে শিরক করো না। নিশ্চয়ই শিরক চরম জুলুম। সূরা লুকমান (৩১) : ১৩

২. ইয়াকীন ও বিশ্বাসের উপদেশ। বান্দা যেখানেই থাকে আল্লাহ তাআলা তাকে দেখেন, তার সম্পর্কে সবকিছু জানেন সন্তানের হৃদয়ে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল করে দেওয়া।

يٰبُنَىَّ اِنَّهَآ اِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِىْ صَخْرَةٍ اَوْ فِى السَّمٰوٰتِ اَوْ فِى الْاَرْضِ يَاْتِ بِهَا اللّٰهُ، اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ.

হে বাছা! কোনো কিছু যদি সরিষার দানা বরাবরও হয় এবং তা থাকে কোনও পাথরের ভেতর কিংবা আকাশমণ্ডলীতে বা ভূমিতে, তবুও আল্লাহ (কিয়ামতের দিন) তা উপস্থিত করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি সূক্ষ্মদর্শী, সবকিছুর খবর রাখেন। সূরা লুকমান (৩১) : ১৬

৩. আল্লাহর আনুগত্যের উপদেশ। নিজে আল্লাহর ফরমাবরদারি করা ও নাফরমানি থেকে বেঁচে থাকা এবং অন্যকেও সে পথে আনার প্রচেষ্টা করা। এ পথে কষ্ট ও বিপদ-আপদের সম্মুখীন হলে সবর করা।

يٰبُنَيَّ اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَ اْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَ انْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ اصْبِرْ عَلٰى مَآ اَصَابَكَ، اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ.

বাছা! নামায কায়েম কর, মানুষকে সৎকাজের আদেশ কর, মন্দ কাজে বাধা দাও এবং তোমার যে কষ্ট দেখা দেয়, তাতে সবর কর। নিশ্চয়ই এটা অত্যন্ত হিম্মতের কাজ। সূরা লুকমান (৩১) ১৭

৪. আত্মশুদ্ধি, বিশেষকরে অহংকার থেকে কলবকে পরিষ্কার রাখার প্রতি সন্তানের মনোযোগ আকর্ষণ করা।

وَ لَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَ لَا تَمْشِ فِى الْاَرْضِ مَرَحًا، اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ.

এবং মানুষের সামনে (অহংকারে) নিজ গাল ফুলিও না এবং ভূমিতে দর্পভরে চলো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ কোনো দর্পিত অহংকারীকে পছন্দ করেন না। সূরা লুকমান (৩১) : ১৮

৫. সন্তানকে উত্তম আখলাকে দিক্ষীত করা।

وَ اقْصِدْ فِىْ مَشْيِكَ وَ اغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اِنَّ اَنْكَرَ الْاَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ.

নিজ পদচারণায় মধ্যপন্থা অবলম্বন কর এবং নিজ কণ্ঠস্বর সংযত রাখ। নিশ্চয়ই সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট স্বর গাধাদেরই স্বর। সূরা লুকমান (৩১) : ১৯

লুকমান হামীক তাঁর সন্তানকে যেসব উপদেশ দিয়েছেন এর শব্দে শব্দে নিহিত রয়েছে গভীর মর্ম।

খ. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র সীরাতে রয়েছে আদর্শ শিশু গঠনের উত্তম নির্দেশনা। নবীজী শিশু ইবনে আব্বাসকে যে নসীহত করেছিলেন তা বিশেষ গুরুত্বের দাবি রাখে।

একদিন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবনে আব্বাস রা.-কে ডেকে সওয়ারীতে নিজের পিছনে বসালেন। এরপর তার পিঠে হাত রাখলেন এবং বললেন

يا غلامُ !ألا أعلمك كلماتٍ ينفعُك الله بهن!

প্রিয় বৎস! আমি কি তোমাকে এমন কিছু কথা শিখিয়ে দিব, যেগুলো দ্বারা আল্লাহ তোমাকে উপকৃত করবেন?

এরপর নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিশু ইবনে আব্বাসকে কিছু গুরত্বপূর্ণ নসীহত পেশ করেছেন। ইবনে আব্বাস রা. বড় হওয়ার পর সেগুলো অন্যদের নিকট বর্ণনা করেছেন

# অধ্যায় 6 : সন্তানের জন্ম-পরবর্তী দায়িত্ব:

১. নবজাতকের কানে আজান ও ইকামত:

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, নবজাতকের ডান কানে আজান ও বাম কানে ইকামত দেওয়া মুস্তাহাব। এতে শিশুর প্রথম শোনা শব্দ হয় "আল্লাহু আকবার" এবং কালিমা তাওহীদ।

হাদিসে এসেছে: হযরত হাসান (রা.) জন্মের সময় নবী ﷺ তাঁর কানে আজান দিয়েছিলেন। (আবু দাউদ, তিরমিজি)

---

২. তাহনিক:

নবজাতকের মুখে খেজুর চিবিয়ে দেওয়া বা মিষ্টি কিছু চোষানো সুন্নাত।

হাদিসে আছে: সাহাবীগণ সন্তান জন্মালে নবী ﷺ এর কাছে নিয়ে আসতেন, তিনি খেজুর চিবিয়ে শিশুর মুখে দিতেন এবং তার জন্য দোয়া করতেন। (বুখারি, মুসলিম)
এর মাধ্যমে শিশুর পাকস্থলীতে প্রথম প্রবেশ করে পবিত্র খাদ্য।

---

৩. আকীকা:

সন্তানের জন্মের ৭ম দিনে আকীকা করা সুন্নাতে মুআক্কাদা।

পুত্র সন্তানের জন্য দুটি ছাগল, কন্যার জন্য একটি ছাগল কোরবানি করা উত্তম।

আকীকার মাধ্যমে সন্তানকে আল্লাহর পথে উৎসর্গ করার প্রতীকী প্রকাশ ঘটে।

---

৪. নামকরণ:

ইসলাম সুন্দর, অর্থবহ ও কল্যাণকর নাম রাখতে উৎসাহ দিয়েছে।
রাসূল ﷺ বলেছেন:
"তোমরা তোমাদের সন্তানদের সুন্দর নাম দাও, কেননা কিয়ামতের দিন প্রত্যেককে তার নাম দ্বারা ডাকা হবে।" (আবু দাউদ)

নাম যেন শিরক, কুসংস্কার বা খারাপ অর্থবোধক না হয়।
সর্বোত্তম নাম হলো "আব্দুল্লাহ", "আবদুর রহমান" প্রভৃতি।

---

### ৫. মুণ্ডন (চুল ফেলা) ও সদকা:

সন্তানের জন্মের সপ্তম দিনে মাথার চুল মুন্ডন করা এবং চুলের ওজন অনুযায়ী রূপা সদকা করা মুস্তাহাব। (আবু দাউদ)
এর মাধ্যমে গরিব-দুঃখীদের উপকার হয় এবং পিতা-মাতার মধ্যে ত্যাগের মানসিকতা তৈরি হয়।

---

### ৬. খতনা (সুন্নত):

খতনা করা ইসলামে একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। রাসূল ﷺ বলেছেন: "ফিতরাতের পাঁচটি বিষয় হলো— খতনা, গোঁফ ছোট করা, নখ কাটা, বগল পরিষ্কার করা, জননাঙ্গ পরিষ্কার করা।" (বুখারি, মুসলিম)

স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতার জন্য খতনা অত্যন্ত উপকারী।

---

### ৭. দুধ পান করানো:

মায়ের দুধ সন্তানকে খাওয়ানো ইসলামি নির্দেশ। কোরআনে বলা হয়েছে:
"মায়েরা তাদের সন্তানদের পূর্ণ দুই বছর দুধ পান করাবে।" (সূরা বাকারা: ২৩৩)

এতে শারীরিক স্বাস্থ্য, মানসিক শান্তি এবং আধ্যাত্মিক সম্পর্ক সুদৃঢ় হয়।

---

### ৮. দোয়া ও বরকত কামনা:

সন্তানের জন্মের সময় থেকেই পিতা-মাতার দায়িত্ব তাকে দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহর হেফাজতে সোপর্দ করা।
কোরআনে এসেছে:
"হে আমার পালনকর্তা! আমাকে সৎকর্মপরায়ণ সন্তান দান কর।" (সূরা সফফাত: ১০০)

---

সারসংক্ষেপ:

ইসলাম জন্মের প্রথম মুহূর্ত থেকেই সন্তানের জন্য দোয়া, হালাল খাদ্য, সুন্দর নামকরণ, আকীকা, খতনা ইত্যাদি করণীয় নির্দেশ করেছে। এর মাধ্যমে বোঝা যায়, সন্তান কেবল জৈবিক উত্তরাধিকার নয়; বরং আল্লাহর দেওয়া একটি পবিত্র দায়িত্ব, যার লালনপালন শুরু হয় জন্মের প্রথম দিন থেকেই1

# অধ্যায় 7: সন্তানের শিক্ষা ও জ্ঞানার্জনের অধিকার:

১. ইসলামে শিক্ষার গুরুত্ব:

ইসলামে শিক্ষা সর্বাধিক মূল্যবান। নবী ﷺ বলেছেন:
"জ্ঞান আহরণের জন্য প্রতিটি মুসলিম পুরুষ ও নারীকে তাগওয়াই বাধ্য করা হয়েছে।" (ইবনে মাজাহ)

সন্তানকে শিক্ষিত করা পিতা-মাতার মৌলিক দায়িত্ব। শিক্ষার মাধ্যমে সন্তান সৎ, যোগ্য ও দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠে।

---

২. কোরআন-হাদিসে শিক্ষার নির্দেশনা:

কোরআন শুরু হয়েছে 'ইকরা' (পড়) আয়াত দিয়ে।
নবী ﷺ বলেছেন:
"তোমাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সে ব্যক্তি, যে কোরআন শিখে ও শেখায়।" (বুখারি) শিক্ষা ইসলামে ইবাদতের সমতুল্য, তাই সন্তানকে পড়াশোনার সুযোগ দেওয়া অপরিহার্য।

---

৩. দুনিয়াবি ও আখিরাতমুখী শিক্ষা: শিশুদের জন্য সমন্বিত শিক্ষা প্রয়োজন:

1. দুনিয়াবি শিক্ষা: ভাষা, বিজ্ঞান, গণিত, প্রযুক্তি–সমাজে সক্ষম হওয়ার জন্য।
2. ধর্মীয় শিক্ষা: কোরআন, হাদিস, নামাজ, ইবাদত, নৈতিকতা–আখিরাতের জন্য।
ইসলাম উভয় শিক্ষার সমন্বয়কে উৎসাহিত করেছে।

---

৪. শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করা:

পিতা-মাতা সন্তানের শিক্ষা অধিকার রক্ষা করবে।
মা-বাবা শিশুদের পড়াশোনার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করতে পারেন না।

---

### ৫. মাদরাসা, মসজিদ ও শিক্ষকের ভূমিকা:

পরিবার ছাড়াও মাদরাসা, মসজিদ ও শিক্ষকের মাধ্যমে শিক্ষা নিশ্চিত করা যায়।
শিশুদের নিয়মিত কোরআন, দ্বীনি জ্ঞান ও নৈতিক শিক্ষা মাদরাসা ও শিক্ষক থেকে নেওয়া।
ইসলামী শিক্ষার মান বজায় রাখার জন্য পিতা-মাতার তদারকি জরুরি।

---

### ৬. শিক্ষা এবং চরিত্র গঠনের সংযোগ:

শিক্ষার মূল লক্ষ্য হলো সন্তানকে নৈতিকভাবে গড়ে তোলা।

কেবল জ্ঞান অর্জন যথেষ্ট নয়; তা চরিত্র ও আচরণে প্রতিফলিত হতে হবে।

উদাহরণ: সাহাবীরা ছোটবেলা থেকে কোরআন মুখস্থ করতো এবং নামাজ, রোজা অনুশীলন করতো।

---

### ৭. আধুনিক যুগের চ্যালেঞ্জ:

প্রযুক্তি ও ইন্টারনেট শিক্ষার দিকে মনোযোগ কমাচ্ছে।

পাশ্চাত্য শিক্ষাব্যবস্থা ও নৈতিক অবক্ষয় সন্তানকে প্রভাবিত করছে।

সমাধান: পরিবারে নিয়মিত দ্বীনি শিক্ষা, নৈতিক শিক্ষা, সীমিত প্রযুক্তি ব্যবহার।

### ৮. শিক্ষা ও জ্ঞান অর্জনের নৈতিক দায়িত্ব:

সন্তানকে শেখানো উচিত যে, জ্ঞান অর্জন শুধুই ব্যক্তিগত মুনাফার জন্য নয়, সমাজ ও উম্মাহর কল্যাণে কাজে লাগাতে হবে।

নবী ﷺ বলেছেন:
"সর্বোত্তম মানুষ সে, যে মানুষের জন্য সবচেয়ে উপকারী।" (বায়হাকি)

---

সারসংক্ষেপ:

ইসলামে সন্তান শিক্ষার অধিকার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পিতা-মাতার দায়িত্ব হলো সন্তানকে দুনিয়া ও আখিরাতমুখী শিক্ষা প্রদান করা, মাদরাসা ও শিক্ষকের সহযোগিতা নিশ্চিত করা এবং চরিত্র গঠনে শিক্ষার প্রভাব দৃঢ় করা। শিক্ষা ছাড়া সন্তান সম্পূর্ণ বিকশিত হতে পারে না।

# অধ্যায় ৪ :সন্তানের শিক্ষা দীক্ষা সংক্রান্ত ভুলভ্রান্তি:

আজ যারা কচিকাচা আগামীতে তারাই হবে জাতির কর্ণধার। সন্তান মা-বাবার কাছে আল্লাহ তাআলার এক মহা আমানত। এই আমানতের যথাযথ হক আদায় করা মা-বাবা ও অভিভাবকের কর্তব্য। কিন্তু অনেক মা-বাবাই সন্তানের তালীম-তরবিয়তের ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না। এর মূলে রয়েছে : এক. দ্বীন সম্পর্কে অজ্ঞতা এবং সন্তান যে একটি মহা আমানত-এ বিষয়ে সচেতনতার অভাব। দুই. বিজাতীয় রীতি-নীতি ও ফ্যাশন প্রীতি। তিন. বৈষয়িক উপার্জনকেই জীবনের সাফল্য হিসেবে মনে করা। এ কারণে সন্তানকে একজন ঈমানদার ও সাচ্চা মুসলমান হিসেবে গড়ে তোলার তাগিদ তারা বোধ করেন না। এ সকল মৌলিক চিন্তাগত ভ্রান্তিই সন্তানের তালীম-তারবিয়াতের ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়।

## 1.সন্তান আমানত

সন্তান মা-বাবার নিকট আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আমানত। তাদেরকে দ্বীন শিক্ষা দেওয়া, শরীয়তের প্রয়োজনীয় বিষয়াদি শেখানো এবং একজন ঈমানদার মানুষ হিসাবে গড়ে তোলা মা-বাবা ও অভিভাবকের কর্তব্য। আজ বৈষয়িক শিক্ষায় শিক্ষিত করা এবং চাকরি ও উপার্জনক্ষম করে গড়ে তোলাকেই শুধু দায়িত্ব মনে করা হয়। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, সন্তানকে হালাল ও বৈধ পন্থায় আয়-রোজগার শেখানোও পিতামাতার কর্তব্য। কিন্তু এটিই একমাত্র দায়িত্ব নয়; বরং তাদেরকে ইসলামী সভ্যতা (তাহযীব) শেখানো, দ্বীন ও শরীয়তের মৌলিক বিষয়াদি শেখানো এবং একজন দ্বীনদার-নামাযী ও প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলাও মা-বাবার দায়িত্ব ও কর্তব্য। হাদীস শরীফে এসেছে- ‘জেনে রেখ, তোমরা প্রত্যেকে দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেককে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। পুরুষ তার পরিবারবর্গের ব্যাপারে দায়িত্বশীল। তাদের ব্যাপারে তাকে জবাবদিহি করতে হবে।’ -সহীহ বুখারী ১/২২২ হাদীস ৮৯৩

সুসন্তান যেমন মা-বাবার জন্য দুনিয়া ও আখিরাতের বড় সম্পদ এবং সদকা জারিয়া তেমনি সন্তান যদি দ্বীন ও শরীয়তের অনুগত না থাকে, দুর্নীতি ও গুনাহে লিপ্ত হয়ে যায় তাহলে সে উভয় জগতেই মা-বাবার জন্য বিপদ। দুনিয়াতে লাঞ্ছনা, বঞ্চনা ও পেরেশানির কারণ। আর কবরে থেকেও মা-বাবা তার গুনাহর ফল ভোগ করতে থাকবে। আখিরাতে এই আদরের দুলালই আল্লাহ তাআলার দরবারে মা-বাবার বিরুদ্ধে আপিল করবে যে, তারা আমাকে দ্বীন

শেখায়নি। তাদের দায়িত্ব পালন করেনি। তাই এই আমানতের হক আদায়ের প্রতি খুবই যত্নবান হতে হবে।

### 2.বিজাতীয় রীতিনীতি ও ফ্যাশন প্রীতি

কুরআন-হাদীসের একটি মৌলিক শিক্ষা হল, আচার-ব্যবহার, সাজসজ্জা, কৃষ্টি-কালচার ইত্যাদিতে ইসলামী স্বাতন্ত্রবোধ থাকা। এসব ক্ষেত্রে বিজাতীয় অনুকরণকে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। এটা দ্বীনের গুরুত্বপূর্ণ বিধান। এ সম্পর্কে কুরআন-হাদীসে অসংখ্য হেদায়েত রয়েছে।

হাদীস শরীফের ‘কিতাবুল আদব’ অধ্যায়ে এবং অন্যান্য প্রসঙ্গে বিধর্মীদের অনুকরণ না করার এবং কৃষ্টি-কালচারে তাদের বিরোধীতা করার অনেক তাকীদ এসেছে। একটি হাদীসে এসেছে- ‘যে ব্যক্তি কোনো জাতি বা সম্পদায়ের সাদৃশ্য গ্রহণ করল সে তাদের অন্তর্ভুক্ত।’

সুতরাং শিক্ষা-দীক্ষা, ফ্যাশন ও রীতিনীতিতে বিজাতীয়দের অনুকরণ করা এবং সে অনুযায়ী সন্তানদের গড়ে তোলা বড় ধরনের ভুল। এতে ইসলাম ও ইসলামী তাহযীব-তামাদ্দুন থেকে সে ধীরে ধীরে এমনিভাবে বের হয়ে যায় যার উপলব্ধিও থাকে না।

### 3.কুরআন মজীদ না শেখানো

একজন মুসলিম তার সন্তানকে আল্লাহর কালাম শেখাবে না এটা কি কল্পনা করাও সম্ভব? কিন্তু এদেশের  অধিকাংশ মুসলমানের অবস্থাই এই। ভেবে দেখুন, লাখ লাখ টাকা খরচ করে সন্তানের জন্য বড় বড় ডিগ্রী নেওয়া হচ্ছে কিন্তু কুরআন পড়ানোর দিকে মনোযোগ দেওয়া হচ্ছে না। আমার একটি অভিজ্ঞতা আপনাদের শোনাই। রমযান মাসের কথা। মাঝবয়সী একজন ভদ্রলোক  মসজিদে বসে কুরআন শরীফ খুলে বুক ভাসিয়ে কাঁদছিলেন। নিজেকে কিছুতেই সংবরণ করতে পারছিলাম না। কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, চাচা কী হয়েছে? এ কথা শুনে আরো জোরে কেঁদে উঠলেন। এরপর বললেন, বাবা! আমি তো এই পবিত্র কালাম পড়তে পারি না। আমার জীবন তো শেষ প্রায়। আমার কী হবে। আমার বাবা আমাকে ডাক্তার বানিয়েছেন, কিন্তু কখনও কুরআন পড়াননি।’ বলুন তো এ লোকটির পিতা ঐ সময় কবরে থেকে কী পাচ্ছিলেন? ভেবে দেখুন, দুনিয়াতেই অভিযোগ শুরু হয়ে গেছে। এরপর যারা আখেরাতের ভয়াবহ আযাবের মুখোমুখি হবে। আল্লাহ আমাদের সবাইকে হেফাযত করুন। তাদের অভিযোগ আরো কত কঠিন হবে!! কার বিরুদ্ধে? যে বাবা সন্তান

মোল্লা হয়ে যাবে ভেবে কুরআন শেখাননি তার বিরুদ্ধে। শুধু কি তাই? স্বয়ং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও আল্লাহ তাআলার দরবারে এদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করবেন। কুরআন মজীদে এসেছে- (তরজমা :) 'রাসূল বলবেন, হে আমার রব, আমার কওম এই কুরআনকে পরিত্যাগ করেছে!' (সূরা ফুরকান ৩০)

স্বয়ং কুরআনের অভিযোগ করার কথাও এসেছে। তাই আমাদের অত্যন্ত সচেতন হওয়া কর্তব্য। সন্তান আল্লাহর পক্ষ থেকে আমানত, এ ব্যাপারে ভেবে চিন্তে পদক্ষেপ নিতে হবে। তাদেরকে ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার বানান তাতে আপত্তি নেই। কিন্তু তাদেরকে ঈমানদার বানানোও আপনার কর্তব্য। সন্তান কুরআন পড়তে ও বুঝতে পারে এতটুকু যোগ্যতা তার মধ্যে গড়ে তুলতে হবে। তাই শুধু ডাক্তার নয়; বরং দ্বীনদার ডাক্তার ও দ্বীনদার ইঞ্জিনিয়ার বানান। আর যদি দ্বীনের খাদেম আলেম বানাতে পারেন তবে তো সোনায় সোহাগা।

দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর রা.এর ছেলে আব্দুল্লাহ, যখন সূরা বাকারা সমাপ্ত করেছিলেন তখন বাবা খুশিতে উট যবাই করে সমাজের লোকদেরকে দাওয়াত করেছিলেন। আজ আমরাও মিষ্টিমুখ করি কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা হয় সন্তান খৃষ্টান মিশনারীদের নামি দামি স্কুলে চান্স পেয়েছে এজন্য। সন্তান স্কলারশিপ পেয়ে ইসলামের জঘন্যতম শত্রু ইহুদীদের ইউনিভার্সিটিতে সম্পূর্ণ বৈরী পরিবেশে পড়ার সুযোগ পেয়েছে এজন্য।

তাই কলিজার টুকরা সন্তানের কচি সিনা বিধর্মীদের হাতে সোপর্দ না করে আসুন সাহাবায়ে কেরামের মতো আমরাও সন্তানকে আল্লাহ পাকের কালাম শেখাই। আসমান-জমিনের মধ্যে সবচেয়ে পবিত্র, নূরানী ও সবচেয়ে বরকতময় কালাম কুরআন মজীদ। তাহলে এ থেকে আমার সন্তানকে বঞ্চিত করব কেন? এই কচি মনে যদি আল্লাহর পবিত্র কালাম স্থান পেয়ে যায় তাহলে পরবর্তী জীবনে কখনও যদি সে প্রতিকূল পরিবেশের সম্মুখীন হলেও অন্তরের এই নূর তাকে সৎ পথে চলতে সাহায্য করবে। সে খড়কুটার মতো অন্যায়ের জোয়ারে ভেসে যাবে না ইনশাআল্লাহ।

### 4.দ্বীন না শেখানো

সন্তানকে কুরআন শেখায় না এমন মা-বাবার হার যদি শতকরা ৭০ হয়ে থাকে তবে দ্বীন শেখায় না এদের হার শতকরা ৯০-৯৫ ভাগ। নামায কীভাবে পড়বে তাও শেখায় না। হালাল-হারাম, পাক-নাপাক, অযু-গোসল তো দূরের কথা। অথচ সন্তানকে দ্বীনের প্রয়োজনীয়

বিষয়াদি শেখানো পিতা-মাতার উপর ফরয। এটা না শেখানো সন্তানের উপর সবচেয়ে বড় জুলুম।

বাবা-মাকে এ ভুলের জন্য কিয়ামতের দিন চুলচেরা জবাব দিতে হবে। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সতর্কবাণী : 'পুরুষ তার পরিবারবর্গের ব্যাপারে দায়িত্বশীল। তাকে তাদের ব্যাপারে জবাবদিহি করতে হবে।' (সহীহ বুখারী ১/২২২, হাদীস ৮৯৩)

### 5.সন্তানকে ইসলাম বিদ্বেষী করে গড়ে তোলা

আধুনিকতার লেহাজ করে অনেক মা-বাবাই তাদের সন্তানদেরকে ইসলামের আহকাম ও ইসলামী তাহযীব-তামাদ্দুনের ব্যাপারে সম্পূর্ণ বিদ্বেষী করে গড়ে তোলেন। টুপি-দাড়ি, আলিম-ওলামা, মাদরাসা-মসজিদ ইত্যাদি বিষয়ে একটা নেতিবাচক ধারণা। তাদের অন্তরে ঠাঁই পায় (নাউযুবিল্লাহ)। শৈশব থেকেই নাস্তিক প্রকৃতির শিক্ষক বাছাই করা হয়। উপরন্তু স্যাটেলাইট চ্যানেল, ইন্টারনেট এর অবাধ ব্যবহার তো আছেই। সাথে সাথে এ ধরনের লেখকদের বইপত্র পড়তে দেওয়া হয় এবং এই মানসিকতা সম্পন্ন লোকদের পরিবেশেই তাদের বিচরণকে বিচক্ষণতার সাথে সীমাবদ্ধ রাখা হয়। এভাবে শিশুর মন-মানসকে বিষাক্ত করে দেওয়া হয়। এটা মারাত্মক ভুল।  এজন্য পিতামাতাকে আল্লাহর দরবারে কঠিন শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে।

# অধ্যায় 9 :শিশুর প্রথম পাঠশালা:

শিশুর প্রথম পাঠশালা হচ্ছে মায়ের কোল। এখানে সে জীবনের অনেক কিছু শেখে। পরবর্তীতে এটাই তার অভ্যাসে পরিণত হয়। শরীয়তে এই পাঠশালার অনেক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনক বিষয় এই যে, শিশুর এই প্রথম শিক্ষা শুরু হয় টিভি দিয়ে। মা-বাবা তাদেরকে সাথে নিয়েই টিভি দেখে, ধীরে ধীরে এই ছোট বাচ্চাটি নাচ-গান থেকে শুরু করে সব ধরনের অশ্লীলতা শিখতে থাকে, বড় পুতুল নিয়ে খেলা করে, ঘুমায়। ফুলের মতো এই বাচ্চার জীবন কী দিয়ে শুরু হচ্ছে  একটুও কি তা ভেবে দেখা হয়েছে। এ সবই ভুল। আমানতের খেয়ানত।

শরীয়তের আদেশ হল, ভূমিষ্ট হওয়ামাত্র শিশুর ডান কানে আযান ও বাম কানে ইকামত দিবে। যেন তার জীবন শুরু হয় আল্লাহর বড়ত্বের বাণী 'আল্লাহু আকবার' দিয়ে  এর  পর মা-বাবার দায়িত্ব হল সন্তানের ভালো অর্থবোধক নাম রাখা। বাচ্চা কথা বলা শিখলে তাকে সর্বপ্রথম আল্লাহর নাম শেখানোর চেষ্টা করা উচিত। যিনি এই সন্তান দান করলেন এরপর তাকে বাকশক্তি দিলেন তার নাম সর্ব প্রথম শেখানোই কৃতজ্ঞ বান্দার পরিচয়।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আববাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,  'সন্তানকে প্রথম কথা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' শেখাও এবং মৃত্যুর সময় তাদেরকে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর তালকীন কর।' (শুআবুল ঈমান ৬/৩৯৭-৩৯৮, হাদীস ৮৬৪৯)

বাচ্চা বয়সেই অল্প অল্প করে আল্লাহর পরিচয় শেখানো, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নাম শেখানো, গল্পে গল্পে তাঁর পরিচয় ও আখলাক তুলে ধরা পিতামাতার কর্তব্য। এককথায় তার জীবনের প্রথম পাঠশালা থেকে সে যেন দ্বীনের শিক্ষা অর্জন করে তা আমাদের কাম্য হওয়া উচিত। ছোট ছোট আদব-কায়দা, যেমন ডান হাতে তিন শ্বাসে বসে পানি পান করতে শেখাবে। জুতা পরিধান করতে আগে ডান পা এবং খোলার সময় আগে বাম পা খোলা। বাথরুমে ঢোকার সময় আগে বাম পা, বের হওয়ার সময় ডান পা ইত্যাদি শেখার উত্তম সময় এই শৈশবটাই। ঘুমের দুআ, ঘুম থেকে ওঠার দুআ, খাওয়ার দুআ ইত্যাদি সহজ বিষয়গুলো এবং ছোট ছোট ব্যবহারিক সুন্নতে অভ্যস্ত করে গড়ে তোলার সময় এখনই। আর এটার দায়িত্ব মা-বাবার।

## সন্তানের জন্য বিধর্মীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং বিধর্মী শিক্ষককে প্রাধান্য দেওয়া

ঢাকাসহ দেশের সর্বত্র খৃষ্টান মিশনারীদের বহু স্কুল রয়েছে। তবে এসব স্কুলের অধিকাংশ ছাত্রই মুসলমান। শিক্ষকদের মধ্যে বিধর্মী এবং মুসলমান উভয় ধরনের রয়েছে। কিন্তু স্বাভাবিকভাবে শিক্ষা কারিকুলাম, ড্রেস ইত্যাদি নিয়ন্ত্রিত হয় মিশনারী কর্তৃক।

এগুলোতে পড়ার দ্বারা ছাত্রের একদিকে যেমন ধর্মের প্রতি বিরূপ মনোভাব নিয়ে বেড়ে উঠে অন্যদিকে সম্পূর্ণরূপে পাশ্চাত্য সংস্কৃতিতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। তাদের ভবিষ্যৎটা ঐভাবেই গড়ে উঠে।

আজকাল এদের অনুকরণে মুসলমানদের তত্ত্বাবধানেও কিছু কিছু স্কুল পরিচালিত হয়। সেখানে বাহ্যিক অশ্লীলতা আরো এক কাঠি বেশি। সন্তানের জন্য এমন স্কুল নির্বাচন করা বড় ধরনের ভুল।

একজন সাধারণ মুসলমানের এটুকু সচেতনতা ও আত্মমর্যাদা বোধ থাকা চাই যে, নিজের সন্তানকে কোনো বিধর্মীর হাতে তুলে দিবে না। লক্ষ করে দেখুন তো কোনো ইহুদী বা খৃষ্টান কি তার সন্তানকে কোনো মুসলিমের হাতে তুলে দেয়? তারা এ বাস্তবতা উপলব্ধি করতে পারে যে, ছাত্রের উপর তার শিক্ষকের অনেক ধরনের প্রভাব পড়ে। বিশেষ করে পরিণত বয়সের আগে তো শিক্ষকের অনেক কিছুই ছাত্রের হৃদয়পটে অংকিত হয়ে যায়। তাই সন্তানের প্রাথমিক শিক্ষার জন্য দ্বীনী মাদরাসাই সবচেয়ে উপযোগী। কিন্তু কেউ যদি এতটুকু না পারেন তবে অন্তত ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন শিক্ষকমন্ডলী এবং ধর্মীয় ভাবধারার স্কুল নির্বাচন করা কর্তব্য। এক্ষেত্রে অভিভাবকের ভুল পদক্ষেপ সন্তানের জন্য বড় ধরনের সর্বনাশ ডেকে আনে। এ পর্যায়ে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একটি হাদীস উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি ইরশাদ করেন, ‘প্রত্যেক শিশু (ইসলামের) ফিতরতের উপর জন্মলাভ করে। কিন্তু পিতা-মাতা তাকে ইহুদী বানায়, খৃষ্টান বানায়, অগ্নিপূজক বানায়। (সহীহ বুখারী ১/১৮৫, হাদীস ১৩৮৫; সহীহ মুসলিম ২/৩৩৬, হাদীস ২৬৫৮)

## উপার্জন কেন্দ্রিক শিক্ষা নির্বাচন

আজকাল শিক্ষাকে পেশা হিসেবে অবলম্বন করা হয়ে থাকে। যে শিক্ষায় বেশি টাকা আয় করা যাবে সেটাই চাই। তা হোক না কেন যতই অসার। আবার যে পড়া পড়ালে এমন চাকরি

করা যায় যেখানে মূল বেতনের পাশাপাশি অবৈধ ইনকামের পথ খোলা রয়েছে,সেটাকে সাগ্রহে নির্বাচন করা হয়। অর্থাৎ অভিভাবকগণও সন্তানকে শিক্ষিত বানানোর উদ্দেশ্য থাকে বেশি বেশি আয়। ফলে সন্তান ধীরে ধীরে সেবার মানসিকতা ছেড়ে কমার্শিয়াল মানসিকতার হয়ে গড়ে উঠে।

আমার এক আত্মীয় বড় ইঞ্জিনিয়ার। সে অসৎ আয় করে না। এতে তার বাবা-মা তেমন সন্তুষ্ট নন। কেননা তার গ্রামের অন্যান্য ইঞ্জিনিয়াররা কত বড় বড় বিল্ডিং করল কিন্তু সে কিছুই করতে পারছে না। এই হল অভিভাবকদের শিক্ষা। এসবই ভুল।

শিক্ষাকে মানুষ হওয়ার জন্য, দেশ ও দশের সেবার মানসিকতা নিয়ে শিখতে হবে। তবেই তা হবে শিক্ষা। এই দৃষ্টি ভঙ্গি অর্জন করা গেলে নিজের ও জাতির উপকার হয় এমন বিদ্যা শেখার সুযোগ হবে। সাথে সাথে মানুষ গড়ার আসল শিক্ষা কুরআন ও হাদীস শেখারও সুযোগ বের হয়ে আসবে।

### উচ্চ শিক্ষার জন্য অমুসলিম দেশে গমন

অনেক মা-বাবাই সন্তানকে উচ্চ শিক্ষার জন্য অমুসলিম দেশে পাঠিয়ে থাকেন। প্রশ্ন এই যে, এই সন্তান কি সেখান থেকে শুধু উচ্চ ডিগ্রীই নিয়ে আসবে? নাকি সঙ্গে করে ধর্মদ্রোহিতা ও নাস্তিকতাও নিয়ে আসবে, তা কি কখনও ভেবে দেখেছেন তার অভিভাবকগণ? মসজিদে ওই সন্তানের জন্য হুজুরের কাছে দুআ চাওয়া হয় কিন্তু কখনও কি হুজুরের কাছে এ সম্পর্কিত মাসআলা জেনেছেন যে, ওই সব দেশে উচ্চ ডিগ্রী কিংবা উপার্জনের উদ্দেশ্যে যাওয়ার হুকুম কী? মাসআলা হল, বৈরী পরিবেশে গিয়ে যে ব্যক্তি ইসলামী আদর্শের উপর অবিচল থাকতে পারবে না তার জন্য সেখানে যাওয়ার কোনো অনুমতি নেই। সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ও হারাম। কেননা, এতে ইচ্ছা করেই নিজেকে গুনাহ ও কুফুরীর দিকে ঠেলে দেওয়া হয়।

### সন্তানের স্বাধীনতার নামে তাকে মুক্ত ছেড়ে দেওয়া

আজ সুশীল সমাজ সন্তানের ব্যাপক স্বাধীনতার প্রবক্তা। এই নীতি ইউরোপ-আমেরিকা থেকে আমদানীকৃত। যখন সন্তানের আখলাক চরিত্র গড়ার সময় তখন তাকে স্বাধীন ছেড়ে দেওয়া হয়। সে ভালো-মন্দ পরিবেশে মিশে যখন যার সাথে ইচ্ছা ঘুরাফেরা করে। ইন্টারনেটে সব ধরনের প্রোগ্রাম দেখতে থাকে। ধীরে ধীরে সে নানা ধরনের মন্দ প্রবণতায় অভ্যস্ত হয়ে

যায়। পরবর্তীতে এই সন্তানই মা-বাবার কষ্টের কারণ হয়ে দাড়াঁয়। সময়মতো শাসন না করার কারণে বড় হয়ে বাবা-মার অবাধ্য হয়ে যায়। তাই এই ধরনের স্বাধীনতা দুনিয়াতেও সন্তান এবং পরিবার কারো জন্য সুখের কারণ হয় না। এর ফলে সমাজে বিশৃংখলা ও অপরাধ বৃদ্ধি পায় এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের এক বৃহৎ অংশ ধ্বংসের মুখে নিপতিত হয়ে যায়।

আজ সমাজে বিভিন্ন ধরনের স্কুল রয়েছে। রয়েছে মাদক নিরাময় স্কুলও। এ জাতীয় স্কুলের সবকটিতে প্রচুর ছাত্র ভর্তি হচ্ছে। এরা ঐ সকল সন্তান, যাদেরকে মা-বাবা সময়মতো নিয়ন্ত্রণ করেননি। সন্তানকে মন্দ ও অসৎকাজ থেকে বাধা দেননি। ফলে সে ধীরে ধীরে অপরাধের সাথে জড়িয়ে পড়েছে। সুতরাং সন্তানকে অবাধ স্বাধীনতা দেওয়া একটি অসুস্থ চিন্তা। ভুল পদক্ষেপ। শরীয়ত বলে, সন্তান মা-বাবার কাছে আল্লাহর আমানত। তার আখলাক-চরিত্র গড়ার দায়িত্ব মা-বাবারই। সময় মতো তাকে শাসন করা, মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখা, সৎ ও দ্বীনী পরিবেশে রাখা তাদের নৈতিক দায়িত্ব।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ... সন্তানের বয়স সাত বছর হলে তাদের নামাযের আদেশ দাও, দশ বছর বয়সে নামাযের জন্য শাসন কর এবং এ বয়সে তাদের বিছানা পৃথক করে দাও।' (মুসনাদে আহমদ ২/২১৮, হাদীস ৬৭৫৬; সুনানে আবু দাউদ ১/৭১, হাদীস ৪৯৪)

সন্তানকে একেবারে স্বাধীন ছেড়ে দেওয়া যাবে না; বরং বুঝের বয়স হওয়া থেকেই তাকে পরিমিত শাসনের মধ্যে রাখার ব্যাপারে এ হাদীস সুস্পষ্ট দলীল। এছাড়া সাহাবা, তাবেঈন থেকে বহু বর্ণনা রয়েছে যে, মা-বাবার দায়িত্ব এবং কর্তব্য হল, সন্তানকে দ্বীন শেখানো, মন্দ কাজ ও মন্দ পরিবেশ থেকে দূরে রাখা। শুধু কি তাই? সন্তানের পরিণত বয়সে তাদের বিয়ের ব্যবস্থা করাও তাদের দায়িত্ব। যেন তারা কোনো পাপাচারে লিপ্ত না হয়ে যায়।
অভিভাবকদের শীথিলতার কারণে সন্তান যদি কোনো গুনাহে জড়িয়ে পড়ে তবে এর জন্য দায়ী হবেন অভিভাবকগণ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'যার সন্তান রয়েছে সে যেন তার সুন্দর নাম রাখে এবং তাকে উত্তম চরিত্র শেখায়। যখন সে বালেগ হবে তখন তার বিয়ে দেয়। বালেগ হওয়ার পরও যদি বিয়ে না দেয় আর সে কোনো গুনাহ করে ফেলে তবে তার এ গুনাহ তার পিতার উপর বর্তাবে।' (শুআবুল ঈমান, বায়হাকী ৬/৪০১, হাদীস ৮৬৬৬)

সুতরাং বর্তমান প্রেক্ষাপটে স্বাধীতার অজুহাতে সন্তানকে মুক্ত ছেড়ে দেওয়া তাকে ধ্বংস করারই নামান্তর। বিশেষ করে নিম্নোক্ত বিষয়ে উদারতা করা সন্তানের নিশ্চিত ধ্বংসের কারণ :

ক) অসৎ সংশ্রব অবলম্বনে বাধা প্রদান না করা। সহপাঠী হোক কিংবা প্রতিবেশী বা আত্মীয়ের মধ্যে দুঃশ্চরিত্র ছেলে-মেয়েদের সাথে মেলামেশা করার ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়া। যখন যেভাবে ইচ্ছা তাদেরকে মিশতে দেওয়া। এতে তাদের খারাপ চরিত্র অতি দ্রুত সন্তানের মধ্যে চলে আসে এবং সেও এক সময় তাদের মতো বা তাদের চেয়ে আরো খারাপ হয়ে যাবে।

খ) ডিশ এন্টিনা, ইন্টারনেট এর অশ্লীল প্রোগ্রাম, সিনেমা, টেলিভিশন, অশ্লীল ছবি, নাচ-গান ইত্যাদি দেখতে বাধা না দেওয়া। এক্ষেত্রে ছাড় দেওয়াও ধ্বংসাত্মক। এতে সন্তান পড়ালেখার পরিবেশ থেকে দূরে সরে যায় এবং তার স্বভাব-চরিত্রে অশ্লীলতা প্রবেশ করতে থাকে। ধীরে ধীরে সে বাবা-মার অবাধ্য হয়ে পড়ে এবং অশ্লীল কাজে জড়িয়ে পড়ে।

গ) পর্দার বিষয়ে ছাড় দেওয়াও ধ্বংসাত্মক। ঘরে-বাইরে সর্বত্র শরয়ী পর্দা রক্ষা করা ফরয। কিন্তু তথাকথিত মডার্ন ফ্যামিলী শরীয়তের এ হুকুমের প্রতি শীথিলতা করে থাকে। নিজেরা যেমনি পর্দা করে না তেমনি সন্তানকেও পর্দায় থাকার আদেশ দেয় না। এর কারণে সমাজের বিভিন্ন স্তরে গুনাহ ব্যাপক হচ্ছে। সন্তানের চরিত্র ধ্বংস হওয়ার এটি একটি বড় কারণ। তাই এ ব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।

ঘ) ছেলেদেরকে মাহরাম নয় এমন মেয়েদের সাথে মিশতে দেওয়া এবং মেয়েদেরকে ঘরের বাইরে একাকী যাওয়ার অনুমতি দেওয়া এবং তাদেরকে এ ব্যাপারে স্বাধীন ছেড়ে দেওয়াও ধ্বংসাত্মক।

# অধ্যায় 10 :সন্তানের মধ্যে সাহসিকতা তৈরি করা:

সাহসিকতা  এমন এক গুণ, যা শুধু যুদ্ধক্ষেত্রে নয়–বরং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রয়োজন: সত্যের পক্ষে দাঁড়ানো, অন্যায়ের প্রতিবাদ করা, নিজের অধিকার রক্ষা করা এবং আল্লাহর পথে অটল থাকা।
ইসলাম এই গুণকে অত্যন্ত মূল্যবান মনে করেছে। আর এই সাহসিকতার শিক্ষা সন্তানদের ছোটবেলা থেকেই দিতে পিতা-মাতার দায়িত্ব।

---

📖 ১. কুরআনের দৃষ্টিতে সাহসিকতার গুরুত্ব
কুরআনে আল্লাহ তাআলা বহু স্থানে সাহস, স্থিরতা ও দৃঢ়চিত্ত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন।

(ক) আল্লাহর ওপর ভরসা রেখে দৃঢ় থাকা

“যদি তোমরা আল্লাহর সাহায্য চাও, তিনি তোমাদের সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পা দৃঢ় করবেন।”
– সূরা মুহাম্মদ (৪৭:৭)

◇ সন্তানদের শেখাতে হবে — সত্য ও ন্যায়ের পথে দাঁড়ালে আল্লাহ তাদের পাশে থাকেন; তাই ভয় পাওয়ার কিছু নেই।

(খ) ভয় পরিহার করে সত্য বলা
“আর যে আল্লাহকে ভয় করবে, আল্লাহ তার জন্য পথ খুলে দেবেন এবং যেখানে সে কল্পনাও করতে পারে না সেখানে থেকে তাকে রিজিক দেবেন। আর যে আল্লাহর উপর ভরসা রাখে, আল্লাহই তার জন্য যথেষ্ট। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর পরিকল্পনায় সিদ্ধহস্ত, এবং আল্লাহ সব কিছুর জন্য একটি নির্ধারিত পরিমাণ ঠিক করে দিয়েছেন।”
– (সূরা তালাক, আয়াত: ৩)

◇ সাহসের মূল উৎস হচ্ছে আল্লাহর ওপর পূর্ণ বিশ্বাস (তাওয়াক্কুল)। সন্তানকে শেখাতে হবে, ভয় কেবল আল্লাহরই; অন্যের নয়।

---

## ২. রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবন থেকে সাহসের শিক্ষা

রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন ইতিহাসের অন্যতম সাহসী মানুষ। তাঁর জীবনে সাহসিকতার উদাহরণ অসংখ্য —

তিনি মক্কায় একা একা তাওহীদের দাওয়াত দিয়েছেন,

অন্যায়ের বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান নিয়েছেন,

যুদ্ধক্ষেত্রে সবসময় অগ্রভাগে থেকেছেন।

◇ এই শিক্ষা সন্তানদের দেওয়া উচিত — সাহস মানে বেপরোয়া হওয়া নয়; বরং সত্য ও দায়িত্বে অটল থাকা।

---

## ৩. সন্তানদের মধ্যে সাহসিকতা গড়ার পদ্ধতি

(১) আল্লাহভীতি (তাকওয়া) সৃষ্টি করা

ইসলামে সত্যিকার সাহসের উৎস হলো আল্লাহভীতি।

সন্তানকে শেখাতে হবে–ভয় শুধু আল্লাহরই; অন্য কোনো শক্তি, ব্যক্তি বা পরিস্থিতি তাকে ভীত করতে পারবে না।

(২) সত্যবাদিতা শেখানো

সাহসী সন্তান কখনো মিথ্যা বলে না। নবী ﷺ বলেছেন–

"সত্য তোমাকে নেক কাজের দিকে পরিচালিত করে, আর নেক কাজ জান্নাতে নিয়ে যায়।"
– সহীহ বুখারী ও মুসলিম

◇ সন্তানকে শৈশব থেকেই সত্য বলা, নিজের ভুল স্বীকার করা, এবং অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে শেখানো উচিত।

(৩) শারীরিক ও মানসিক প্রশিক্ষণ দেওয়া

নবী ﷺ বলেছেন–

"তোমাদের সন্তানদের তিরন্দাজি, সাঁতার ও ঘোড়সওয়ারি শেখাও।"

◇ এই হাদীস শুধু যুদ্ধের জন্য নয়, বরং আত্মবিশ্বাস, শৃঙ্খলা ও সাহসিকতা গড়ার শিক্ষা দেয়।

(৪) দায়িত্বশীল করে তোলা

সন্তানকে ছোটবেলা থেকেই দায়িত্ব দেওয়া উচিত — যেমন নিজের জিনিস সামলানো, পরিবারের কাজে সাহায্য করা, ভয় না পেয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া। এতে তার আত্মবিশ্বাস বাড়ে।

### (৫) দুঃখে ধৈর্য শেখানো

“নিশ্চয়ই কষ্টের সঙ্গে আছে স্বস্তি।”
– সূরা আশ-শারহ (৯৪:৬)

◇ সন্তানকে শেখাতে হবে যে জীবনে কষ্ট আসবে, কিন্তু তা সহ্য করাই সাহসিকতার প্রকৃত রূপ।

---

### 6. পিতা-মাতার ভূমিকা

নিজের জীবনেই সাহসের দৃষ্টান্ত স্থাপন করা (সন্তান অনুকরণ করে)।

সন্তানকে ভীতি নয়, আত্মবিশ্বাস দিয়ে বড় করা।

তাকে আল্লাহর সাহায্যে ভরসা করতে শেখানো।

ব্যর্থতার সময় পাশে থেকে উৎসাহ দেওয়া।

তার ভালো কাজের প্রশংসা করা ও ভুলের সময় নম্রভাবে সংশোধন করা।

---

ইসলাম এমন প্রজন্ম চায়, যারা আল্লাহভীরু, ন্যায়ের পক্ষে দৃঢ়, আত্মবিশ্বাসী ও সাহসী।
সন্তানের মধ্যে সাহসিকতা গড়ে তোলা মানে তাকে আল্লাহর ওপর নির্ভরশীল, সত্যবাদী, দায়িত্বশীল ও ধৈর্যশীল মানুষে পরিণত করা।
এই গুণ তাকে দুনিয়ায় সফল করবে এবং আখিরাতে জান্নাতের পথ প্রশস্ত করবে।

---

# অধ্যায় 11 : সন্তানের জীবনে পিতার পরহেযগারির সুফল:

1.কুরআন মাজীদে কৃতজ্ঞ মুমিনের সুন্দর একটি দুআ উল্লেখ করা হয়েছে-

رَبِّ اَوْزِعْنِيْٓ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْٓ اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَ عَلٰي وَالِدَيَّ وَ اَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰىهُ وَ اَصْلِحْ لِيْ فِيْ ذُرِّيَّتِيْٓ اِنِّيْ تُبْتُ اِلَيْكَ وَ اِنِّيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ.

হে আমার প্রতিপালক! আমাকে তাওফীক দান করুন, যেন আপনি আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে যে নিআমত দিয়েছেন তার শোকর আদায় করতে পারি এবং এমন সৎকর্ম করতে পারি, যাতে আপনি খুশি হন এবং আমার জন্য আমার সন্তানদের মধ্যেও সৎকর্মপরায়ণতা দান করুন। আমি আপনার কাছে তওবা করছি এবং আমি আনুগত্য প্রকাশকারীদের অন্তর্ভুক্ত। -সূরা আহকাফ (৪৬) : ১৫

দুআটিতে প্রথমে তিনটি বস্তু প্রার্থনা করা হয়েছে। এরপর দুটি প্রতিজ্ঞা ব্যক্ত করা হয়েছে।

প্রার্থিত বস্তু তিনটি হল-

১. নিজের ও পিতামাতার প্রতি আল্লাহপ্রদত্ত নিআমতের শোকরগোযারির তাওফীক।

২. আল্লাহর পছন্দসই নেক কাজের তাওফীক।

৩. সন্তানাদির মধ্যে 'সালাহ' ও সৎকর্মপরায়ণতা।
আর প্রতিজ্ঞেয় বিষয়দুটি হচ্ছে-

১. আমি তওবা করেছি এবং আল্লাহ্-অভিমুখী হয়েছি।

২. আমি আল্লাহর আনুগত্যকারী।

এখানে সন্তানের ইসলাহ ও সংশোধন কামনার আগে নিজে কৃতজ্ঞ মুমিন হওয়া এবং আল্লাহর ইবাদতগোযার বান্দা হওয়ার তাওফীক চাওয়া হয়েছে এবং সন্তানের 'সালাহ' ও সৎকর্মপরায়ণতা কামনার পর নিজের আল্লাহমুখী হওয়া এবং আল্লাহর আনুগত্য করার অঙ্গিকার করা হয়েছে। অর্থাৎ সন্তানের 'সালাহ' ও 'ফালাহ' (সাধুতা ও সফলতা) প্রার্থনা

করার আগে ও পরে নিজের সাধুতা ও ধার্মিকতা প্রকাশ করা হয়েছে। এখান থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায়, সন্তানের ফালাহ ও সালাহের ক্ষেত্রে পিতার আমলের অনেক প্রভাব রয়েছে। পিতার সালাহ, শোকরগোযারি, তওবা ও আনুগত্যের দ্বারা সন্তান অনেক উপকৃত হয়। এর মাধ্যমে সন্তানের জীবনে প্রভূত কল্যাণ সাধিত হয়। আরো খুশির ব্যাপার হল- সেই কল্যাণ কেবল দ্বীনী বিষয়ে নয়; বরং পার্থিব জীবনেও প্রকাশ পায়।

পিতার ঈমান-আমল-এখলাছের সুফল দুনিয়ার জীবনেই লাভ হয়। এর কল্যাণে সন্তানের জীবনে স্বস্তি, শান্তি ও নিরাপত্তা অর্জিত হয়। আলকুরআনেই রয়েছে এর সত্যায়ন।

কুরআন মাজীদে খাযির আলাইহিস সালাম ও মূসা আলাইহিস সালামের সফর ও কথোপকথন সংক্রান্ত একটি শিক্ষণীয় ঘটনা বিবৃত হয়েছে। সেখানে এসেছে, পথিমধ্যে তাঁরা দেখেছেন, একটা প্রাচীর পতনোম্মুখ। হেলে আছে, পড়ে যায় যায়। আল্লাহ তাআলা খাযির আলাইহিস সালামের মাধ্যমে প্রাচীরটাকে দাঁড় করিয়েছেন। পতন থেকে রক্ষা করেছেন। প্রাচীরটি ছিল দুই এতীম শিশুর। প্রাচীরকে কেন হেফাযত করা হল? এর জবাব শুনুন খাযির আলাইহিস সালামের যবানে। কুরআনের ভাষায়-

وَاَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلٰمَيْنِ يَتِيْمَيْنِ فِي الْمَدِيْنَةِ وَكَانَ تَحْتَهٗ كَنْزٌ لَّهُمَا وَ كَانَ اَبُوْهُمَا صَالِحًا فَاَرَادَ رَبُّكَ اَنْ يَّبْلُغَآ اَشُدَّهُمَاوَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ .

আর প্রাচীরটি; এটি ছিল এই শহরে বসবাসকারী দুই এতীমের। এর নিচে তাদের গুপ্তধন ছিল এবং তাদের পিতা ছিলেন একজন সৎলোক। সুতরাং আপনার প্রতিপালক চাইলেন, ছেলেদুটো প্রাপ্তবয়সে উপনীত হোক এবং নিজেদের গুপ্তধন বের করে নিক। এসব আপনার প্রতিপালকের রহমতেই ঘটেছে। -সূরা কাহফ (১৮) : ৮২

আয়াতটিতে বলা হয়েছে, এতীম শিশুদ্বয়ের পতনোম্মুখ প্রাচীরকে পতন থেকে আল্লাহ রক্ষা করেছেন তাদের পিতা মহোদয়ের সালাহ ও ধার্মিকতার বরকতে। সুতরাং বোঝা যায়, সন্তান পিতার তাকওয়া ও দ্বীনদারির সুফল দুনিয়াতেই লাভ করতে থাকে। এর বদৌলতে সন্তানের জীবন সুখময় ও শান্তিময় হয়। খ্যাতিমান তাবেয়ী, খলীফাতুল মুসলিমীন উমর ইবনে আবদুল আযীয রাহ. বলেন-

مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يَمُوتُ إِلَّا حَفِظَهُ اللهُ فِي عَقِبِه وَعَقِبِ عَقِبِه.

কোনো সৎলোক মৃত্যুবরণ করলে আল্লাহ তাআলা অবশ্যই তাঁর সন্তানাদি ও পরের প্রজন্মের হেফাযত করেন। -আলই'তিবার, ইবনে আবিদ্ দুনইয়া, বর্ণনা ৭১; তারিখে দিমাশক, ইবনে আসাকির ৩১/২২২; জামিউল উলূমি ওয়াল হিকাম ১/৪৬৭

সুতরাং আমি যদি সন্তানের কল্যাণ কামনা করি, কলিজার টুকরোকে ফুল ও আলো হিসেবে দেখতে চাই, সর্বোপরি প্রিয় সন্তানের ইহকালীন ও পরকালীন সুখ-শান্তি এবং স্বস্তি ও সফলতার প্রত্যাশী হই, তাহলে প্রথমে আমার নিজের প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে। নিজেকে শোধরাতে হবে। আমার জীবনকে তাকওয়া ও পরহেযগারিতে সজ্জিত করতে হবে। আমার সালাহ ও ধার্মিকতার মাধ্যমে আমার সন্তান দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহানে সালাহ ও ফালাহ অর্জনে এগিয়ে যাবে।

মশহুর তাবেয়ী মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির রাহ. বলেন-

إِنَّ اللهَ لَيُصْلِحُ بِصَلَاحِ الْعَبْدِ وَلَدَه، وَوَلَدَ وَلَدِه، وَيَحْفَظُه فِي دُوَيْرَتِه، وَالدُّوَيْرَاتِ الَّتِي حَوْلَه مَا دَامَ فِيهِمْ

ব্যক্তির 'সালাহ' ও ধার্মিকতার কল্যাণে আল্লাহ তাআলা তার সন্তানাদি ও তাদের পরের প্রজন্মকে 'সালাহ' ও ধার্মিকতা দান করেন এবং তার ঘরবাড়ি ও তার আশপাশের ঘরবাড়ির হেফাযত করেন, যতক্ষণ সে তাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকে। -সুনানে কুবরা, নাসায়ী, বর্ণনা ১১৮৬৬; আয্যুহ্দ ওর্য়া রাকাইক, ইবনুল মুবারক, বর্ণনা ৩৩০

তাই সন্তানের সুরক্ষা ও নিরাপত্তার জন্য কোনো কোনো মনীষী নামাযের পরিমাণ বাড়িয়ে দিতেন। বিখ্যাত তাবেয়ী সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব রাহ. একবার তাঁর ছেলেকে লক্ষ করে বলেছেন-

لأزيدن في صلاتي من أجلك،رجاء أن أُحْفَظَ فيك.

তোমাকে আল্লাহ হেফাযত করবেন- এ আশায় আমি নামাযের পরিমাণ বাড়িয়ে দিই। -জামিউল উলূমি ওয়াল হিকাম ১/৪৬৭

সুতরাং সন্তানকে আদর্শ ও আলোকিত মানুষরূপে গড়ে তোলার চেষ্টা করব। উল্লিখিত আয়াতের বার্তা গ্রহণ করব এবং সে আলোকে নিজের জীবন পরিচালনার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। সাথে দুআটি বেশি বেশি পড়ব-

رَبِّ اَوْزِعْنِيْٓ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْٓ اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَ عَلٰي وَالِدَيَّ وَ اَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰىهُ وَ اَصْلِحْ لِيْ فِيْ ذُرِّيَّتِيْ اِنِّيْ تُبْتُ اِلَيْكَ وَ اِنِّيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ.

হে আমার প্রতিপালক! আমাকে তাওফীক দান করুন, যেন আপনি আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে যে নিআমত দিয়েছেন তার শোকর আদায় করতে পারি এবং এমন সৎকর্ম করতে পারি, যাতে আপনি খুশি হন এবং আমার জন্য আমার সন্তানদের মধ্যেও সৎকর্মপরায়ণতা দান করুন। আমি আপনার কাছে তওবা করছি এবং আমি আনুগত্য প্রকাশকারীদের অন্তর্ভুক্ত। -সূরা আহকাফ (৪৬) : ১৫

## 2.সন্তানকে নিয়ে হযরত ইবরাহীম আ.-এর স্বপ্ন

সন্তান অমূল্য সম্পদ। সন্তানকে নিয়ে পিতা-মাতা নানা স্বপ্ন দেখেন। কিন্তু আফসোস, সন্তানকে ঘিরে অনেক মা-বাবার স্বপ্ন হয় স্থূল। অনেকেই জানেন না, সন্তানের জন্য কী স্বপ্ন দেখা উচিত। এজন্য শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের সীরাত ও জীবনচরিত অধ্যয়ন করা কর্তব্য। আজ আমরা আলোকপাত করব হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম সন্তানকে নিয়ে কী স্বপ্ন দেখতেন এবং স্বপ্নের পথে তাকে কীভাবে অগ্রসর করতেন।

হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ছিলেন উচ্চমর্যাদাবান একজন নবী। বহুদিন হয়ে গেছে তাঁর কোনো সন্তান হচ্ছে না। ধীরে ধীরে এই দম্পতির সন্তান জন্মের স্বাভাবিক বয়স পার হয়ে যায়। ইবরাহীম আ.-এর বয়স নব্বই ছুঁইছুঁই আর তাঁর স্ত্রী হা-জার রা.-এর বয়স আশি ছুঁইছুঁই।

এই জীবনসন্ধ্যায় দাঁড়িয়েও হযরত ইবরাহীম আ. সন্তানশূন্যতার হাহাকার উপেক্ষা করতে পারেননি। দয়াময় আল্লাহর দয়ার দুয়ারে কাতর হয়ে সন্তান প্রার্থনা করেন-

رَبِّ هَبْ لِيْ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ.

হে আমার রব! আমাকে নেক সন্তান দান করুন। -সূরা সাফফাত (৫৫) : ১০০

এ দুআটি অনেক শিক্ষণীয়। এ দুআ শিক্ষা দেয়, সন্তানদাতা একমাত্র আল্লাহ তাআলা। সুতরাং শুধু তাঁর কাছেই সন্তান প্রার্থনা করা চাই, অন্য কারো কাছে নয়। অন্য কারো পক্ষে সন্তান দান করা অসম্ভব। তিনি নবী হোক, ওলী হোক কিংবা পীর-বুযুর্গ। তাঁরা নিজেরাই তো আল্লাহর সৃষ্টি ও মুখাপেক্ষী।

এ দুআ আরো শিক্ষা দেয়, আল্লাহর কাছে সর্বদা নেক ও সৎ সন্তান প্রার্থনা করা চাই। তিনি যখনই সন্তান দান করেন, যেন নেক সন্তান দান করেন, যে নিজে উভয় জগতে আলোকিত মানুষ হবে এবং অন্যের মাঝে আলো ছড়াবে, কল্যাণ বয়ে আনবে।

যত দিন যাচ্ছিল ইবরাহীম আ.-এর অন্তরে নেক সন্তানের আকাক্সক্ষা ততই তীব্র হচ্ছিল এবং আল্লাহর দয়ার দুয়ারে ততই দুআ-কাতর হচ্ছিলেন। অবশেষে আল্লাহ তাঁর আকাক্সক্ষা পূরণ করেন এবং তাঁকে একজন সহনশীল পুত্র সন্তান দান করেন। এই সন্তানের নাম রাখেন ইসমাঈল। এর অনেক বছর পরে আরেক পুত্র সন্তানের বাবা হন তিনি। তাঁর নাম রাখেন ইসহাক।

একজন অশীতিপর বৃদ্ধ সন্তানের মুখ দেখলে কত খুশি ও আনন্দিত হবে- সহজেই অনুমেয়। হযরত ইবরাহীম আ. শুধু আনন্দিতই হননি; সন্তানদাতা দয়াময় আল্লাহর শোকরে তাঁর হৃদয়জগৎ ভরে যায়। তিনি শোকর আদায় করে বলেন-

.اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ وَهَبَ لِيْ عَلَي الْكِبَرِ اِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ اِنَّ رَبِّيْ لَسَمِيْعُ الدُّعَآء

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাকে বৃদ্ধ বয়সে ইসমাঈল ও ইসহাক দান করেছেন। নিশ্চয় আমার রব দুআ শ্রবণকারী। -সূরা ইবরাহীম (১৪) : ৩৯

এ দুআর বার্তা হল, সন্তানের নিআমত পেলে অহংকার ও উদাসীনতা সমীচীন নয়; বরং সন্তানদাতার শোকর আদায় করা চাই।

এ দুআর আরো বার্তা হল, আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও ভরসা রাখা চাই, তিনি দুআ কবুল করতে পরিপূর্ণ সক্ষম এবং আমার দুআ কবুল করবেন। আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া উচিত নয়।

হযরত ইবরাহীম আ. শামে বসবাস করতেন। ইসমাঈল আ.-এর জন্মের পর তিনি স্ত্রী ও সন্তানকে মক্কায় রেখে যান। মক্কায় তখন না জনবসতি ছিল, না জীবন যাপনের উপায়-উপকরণ ছিল। তারপরও তিনি সন্তানকে কেন এখানে রেখে গেলেন- শুনুন কুরআনের ভাষায়-

رَبَّنَآ اِنِّيْٓ اَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِيْ بِوَادٍ غَيْرِ ذِيْ زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ فَاجْعَلْ اَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِيْٓ اِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِّنَ الثَّمَرٰتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُوْنَ.

হে আমাদের রব! আমি আমার কতক সন্তানকে আপনার সম্মানিত ঘরের কাছে শস্যহীন উপত্যকায় (এনে) বসবাস করিয়েছি। হে আমাদের রব! যাতে তারা নামায কায়েম করে। সুতরাং আপনি মানুষের অন্তর তাদের প্রতি অনুরাগী করে দিন এবং তাদেরকে ফলমূল থেকে রিযিক দান করুন, হয়তো তারা শোকর করবে। -সূরা ইবরাহীম (১৪) : ৩৭

জনবসতি ও জীবন-উপকরণহীন মরুদ্যান মক্কায় কলিজার টুকরোকে রেখে যাওয়ার কারণ হল, এখানে পবিত্র বাইতুল্লাহ অবস্থিত। এর বরকতে সন্তান-সন্ততি নামাযী হবে। দ্বীনী পরিবেশে থাকবে। এ দুআর শিক্ষা হল, সন্তান-সন্ততির জন্য যতটা সম্ভব সুন্দর পরিবেশের ব্যবস্থা করা চাই, যেখানে তারা নামায কায়েম করতে পারবে, দ্বীনের উপর সুন্দরভাবে চলতে পারবে।

আরেকটি শিক্ষা হল, সন্তান-সন্ততির প্রয়োজনীয় রিযিকের জন্যও দুআ করা চাই, যাতে তারা সম্মানজনক জীবন যাপন করতে পারে।

হযরত ইবরাহীম আ. সন্তানের জন্য আল্লাহর কাছে আরো অনেক দুআ করেছেন।

সে সবের একটি হল-

. رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا الْبَلَدَ اٰمِنًا وَّاجْنُبْنِيْ وَبَنِيَّ اَنْ نَّعْبُدَ الْاَصْنَامَ رَبِّ اِنَّهُنَّ اَضْلَلْنَ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ

হে আমার রব! এই শহরকে নিরাপদ করুন এবং আমাকে ও আমার সন্তান-সন্ততিকে মূর্তিপূজা থেকে দূরে রাখুন। হে আমার রব! ওরা বহু লোককে পথভ্রষ্ট করেছে। -সূরা ইবরাহীম (১৪) : ৩৫-৩৬

এ দুআর শিক্ষা হল, সন্তানাদির জন্য নিরাপদ স্থানের দুআ করা চাই, যেখানে তারা নিরাপদে শান্তিতে বসবাস করতে পারবে।

এ দুআ আরো শিক্ষা দেয়, এ ব্যাপারে পূর্ণ সতর্ক থাকতে হবে, যেন সন্তান-সন্ততি কিছুতেই কুফর ও শিরকে লিপ্ত না হয়; বরং তাওহীদের দৃঢ় ও পরিপূর্ণ বিশ্বাসী হয়।

তিনি আরো দুআ করেন-

رَبِّ اجْعَلْنِيْ مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِيْ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَآءِ.

হে আমার রব! আমাকে নামায কায়েমকারী বানান এবং আমার সন্তান-সন্ততির মধ্য থেকেও। হে আমাদের রব! আর আমার দুআ কবুল করুন। -সূরা ইবরাহীম (১৪) : ৪০

এ দুআর শিক্ষা হল, নিজেও নামাযী হতে হবে, সন্তান-সন্ততি ও বংশধরের নামাযের ব্যাপারে সচেষ্ট হতে হবে। এজন্য আল্লাহর কাছে দুআ করতে হবে।

হযরত ইবরাহীম আ.-এর একমাত্র পুত্র ইসমাঈল আ. বেড়ে ওঠা শুরু করেন। যখন পিতার সঙ্গে ছোটাছুটি করার বয়সে উপনীত হয় তখন পিতা স্বপ্নে দেখেন, তিনি কলিজার টুকরোকে যবেহ করছেন। যদিও এটা স্বপ্ন ছিল; কিন্তু নবীগণের স্বপ্ন ওহী হয়ে থাকে; তাই ইবরাহীম আলাইহিস সালাম একে আল্লাহ তাআলার আদেশ সাব্যস্ত করেন।

স্বপ্নের কথা তিনি একমাত্র পুত্রকে জানিয়ে বলেন-

يٰبُنَيَّ اِنِّيْٓ اَرٰي فِي الْمَنَامِ اَنِّيْٓ اَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَا ذَا تَرٰي قَالَ يٰٓاَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِيْٓ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ فَلَمَّآ اَسْلَمَا وَتَلَّهٗ لِلْجَبِيْنِ.

হে আমরা বৎস! আমি স্বপ্নে দেখি, তোমাকে যবেহ করছি। তাই তুমি চিন্তা করে দেখ, তোমার অভিমত কী? সে বলল, হে আমার পিতা! আপনাকে যে আদেশ করা হয়েছে তা করে ফেলুন। আপনি আমাকে আল্লাহ চাহেন তো অবশ্যই ধৈর্যশীল পাবেন। অতঃপর যখন তারা উভয়ে আদেশ মান্য করল এবং পিতা পুত্রকে উপুড় করে শুইয়ে দিল। -সূরা সাফফাত (৫৫) : ১০২-১০৩

ইবরাহীম আ. মনে মনে এমন সন্তানের কথাই ভাবতেন এবং আল্লাহর কাছেও এমন সন্তানই প্রার্থনা করতেন, যে আল্লাহর পূর্ণ অনুগত হবে, আল্লাহর জন্য জীবন দিতেও বিন্দুমাত্র দ্বিধা করবে না। আল্লাহ তাআলা ঘুমের মধ্যে তাঁর পুত্রকে যবেহ করতে দেখিয়ে তাঁকে পরীক্ষা করেন, তিনি আসলে এমন সন্তান চান কিনা। ইবরাহীম আ. প্রমাণিত করেছেন, তিনি হৃদয়ের গভীর থেকেই এমন সন্তান চান এবং এর জন্য যা দরকার তা করতে তিনি প্রস্তুত। এমন সন্তান তৈরি করতে প্রয়োজন প্রজ্ঞা, কোমলতা, সচেতনতা, সহনশীলতা ও দুআ-কাতরতা। এখানে আমরা দেখেছি, ইবরাহীম আ. বৃদ্ধ বয়সে লব্ধ সম্পদকে আল্লাহর পথে কুরবান করার জন্য কীভাবে প্রস্তুত করেছেন।

আল্লাহ হযরত ইবরাহীম আ.-কে কা ‘বাঘর নির্মাণের নির্দেশ দেন। তখন তিনি পুত্র ইসমাঈলকে বলেন, আল্লাহ আমাকে একটি কাজের আদেশ করেছেন।

ইসমাঈল বলেন, আপনার রব আপনাকে যে আদেশ করেছেন তা পালন করুন।

তিনি বললেন, তুমি কি আমাকে সহযোগিতা করবে?

ইসমাঈল বললেন, জী, আপনাকে সহযোগিতা করব।

এরপর পিতা-পুত্র মিলে বাইতুল্লাহ নির্মাণ করেন। ইসমাঈল আ. পাথর যোগান দেন আর ইবরাহীম আ. নির্মাণ কাজ করেন। দেয়াল যখন উঁচু হয়ে গেল তখন ইসমাঈল আ. একটি পাথর আনলেন। ইবরাহীম আ. তার উপর দাঁড়িয়ে নির্মাণ কাজ করেন আর ইসমাঈল আ. পাথর যোগান দেন। এ সময় তাঁরা বলছিলেন-

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَاَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ.

হে আমাদের রব! আমাদের পক্ষ থেকে কবুল করুন। নিশ্চয় আপনিই সর্বশ্রোতা, পরিজ্ঞাতা। হে আমাদের রব! আর আমাদের আপনার পূর্ণ অনুগত বানান এবং আমাদের সন্তান-সন্ততির মধ্যেও আপনার অনুগত একটি জামাত বানান এবং আমাদের হজ্বের নিয়মাবলি শিক্ষা দিন এবং আমাদের তওবা কবুল করুন। নিশ্চয় আপনিই তওবা কবুলকারী, অতি মেহেরবান। - সূরা বাকারা (২) : ১২৭-২৮

এ দুআর একটি শিক্ষা হল, সন্তানকে কল্যাণের কাজে অংশ গ্রহণ করতে উৎসাহিত করা চাই, এতে অভ্যাস গড়ে উঠবে।

এ দুআর আরেকটি শিক্ষা হল, কেবল সন্তান নয়; বংশধরের জন্যও দুআ করা উচিত, আল্লাহ যেন কিয়ামত পর্যন্ত তাদের মধ্যে সৎ ও যোগ্য লোক তৈরি করেন, যারা আল্লাহর পূর্ণ অনুগত হবে এবং তাওহীদ ও একত্ববাদে দৃঢ় বিশ্বাসী হবে।

সারকথা হল, হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম নেক সন্তানের স্বপ্ন দেখতেন। আল্লাহর পূর্ণ অনুগত সন্তানের স্বপ্ন দেখতেন। তাওহীদের প্রতি দৃঢ় ও পরিপূর্ণ বিশ্বাসী সন্তানের স্বপ্ন দেখতেন। নামাযী সন্তানের স্বপ্ন দেখতেন। পিতা-মাতার অনুগত সন্তানের স্বপ্ন দেখতেন। স্বপ্ন-দেখা সন্তানের জন্য আল্লাহর কাছে কাতর হয়ে দুআ করতেন এবং স্বপ্নপথের যাত্রায় সন্তানকে সহযোগিতা করতেন।

# অধ্যায় 12 : সন্তানের শারীরিক ও পার্থিব প্রয়োজন পূরণ:

১. সন্তানের জন্য হালাল রিজিক উপার্জন:

পিতা-মাতার প্রথম দায়িত্ব হলো সন্তানের জন্য হালাল উপার্জনের ব্যবস্থা করা।
কোরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন:
“তোমরা হালাল ও পবিত্র যা কিছু আছে তা খাও।” (সূরা বাকারা: ১৬৮)

হারাম উপার্জনে সন্তান লালন করলে তার চরিত্র ও আমল কলুষিত হয়1

---

২. খাদ্যের দায়িত্ব:

শিশুর জন্য শৈশবে মায়ের দুধ সবচেয়ে বড় নিয়ামত।
কোরআনে বলা হয়েছে: “মায়েরা তাদের সন্তানদের পূর্ণ দুই বছর দুধ পান করাবে।” (সূরা বাকারা: ২৩৩)

দুধ খাওয়ানোর মাধ্যমে মা-সন্তানের ভালোবাসা ও আত্মিক সম্পর্ক সুদৃঢ় হয়।

বড় হওয়ার সাথে সাথে হালাল, পুষ্টিকর ও স্বাস্থ্যকর খাদ্যের ব্যবস্থা করা পিতা-মাতার কর্তব্য।

---

৩. বস্ত্র ও শালীন পোশাক:

পোশাক শুধু শরীর ঢাকার জন্য নয়, বরং ইসলামী সংস্কৃতিতে পোশাকের আছে নৈতিকতা ও পরিচয়ের ভূমিকা।

কোরআনে বলা হয়েছে:
“হে আদম সন্তান! আমি তোমাদের জন্য পোশাক দান করেছি যা তোমাদের লজ্জাস্থান আচ্ছাদন করবে এবং সৌন্দর্যের মাধ্যম হবে। আর তাকওয়ার পোশাকই সর্বোত্তম।” (সূরা আরাফ: ২৬)

তাই সন্তানের জন্য শালীন, পরিচ্ছন্ন ও ইসলাম-সম্মত পোশাক দেওয়া পিতা-মাতার দায়িত্ব।

---

৪. আশ্রয় ও বাসস্থানের ব্যবস্থা:

সন্তানকে নিরাপদ আশ্রয় দেওয়া প্রতিটি পিতা-মাতার দায়িত্ব।

নবী ﷺ বলেছেন: "তোমরা যারা অভিভাবক, তোমরা তাদের জন্য দায়ী যারা তোমাদের অধীনে।" (বুখারি, মুসলিম)

বাসস্থান শুধু দেহের নিরাপত্তা নয়, বরং ইসলামী পরিবেশ নিশ্চিত করাও জরুরি।

---

৫. স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা:

ইসলামে পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্য রক্ষার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

হাদিসে রাসূল ﷺ বলেছেন: "পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অঙ্গ।" (মুসলিম)

পিতা-মাতার দায়িত্ব হলো সন্তানকে পরিচ্ছন্ন রাখা, অসুস্থ হলে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা এবং স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনে অভ্যস্ত করা।

---

৬. খেলাধুলা ও বিনোদনের ব্যবস্থা:

শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য খেলাধুলা অপরিহার্য।

রাসূল ﷺ শিশুদের সাথে খেলতেন এবং হাসতেন।

হাদিসে এসেছে: নবী ﷺ হযরত হাসান ও হুসাইন (রা.) এর সাথে খেলায় অংশ নিতেন। (বুখারি)

তবে বিনোদন যেন হারাম বা নৈতিক অবক্ষয় সৃষ্টিকারী না হয়, সে ব্যাপারে সতর্ক থাকা জরুরি।

---

### ৭. জীবিকা ও শিক্ষার জন্য ব্যয় করা:

ইসলামে সন্তানের শিক্ষা ও জীবিকার জন্য ব্যয় করা পিতা-মাতার জন্য ইবাদত হিসেবে গণ্য।

রাসূল ﷺ বলেছেন:
“তুমি যে খরচ করো, এমনকি স্ত্রী ও সন্তানের মুখে যে লোকমা দাও, তাতেও তোমার জন্য সওয়াব রয়েছে।” (বুখারি, মুসলিম)

---

সারসংক্ষেপ:
ইসলামে পিতা-মাতার দায়িত্ব শুধু সন্তানকে জন্ম দেওয়া নয়, বরং তার খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও বিনোদনের সব ব্যবস্থা করা। তবে এগুলো সবই হতে হবে হালাল, পরিচ্ছন্ন ও ইসলাম-সম্মত। কারণ শারীরিক প্রয়োজন সঠিকভাবে পূরণ না হলে আধ্যাত্মিক ও নৈতিক বিকাশও সম্ভব নয়।

# অধ্যায় 13 : সন্তানের ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা:

১. ধর্মীয় শিক্ষার গুরুত্ব:

ইসলামে সন্তানকে কেবল দুনিয়াবি শিক্ষা দেওয়াই যথেষ্ট নয়, বরং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো আখিরাতমুখী ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া।
কোরআনে বলা হয়েছে:
“হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদেরকে ও তোমাদের পরিবারকে আগুন থেকে রক্ষা কর।” (সূরা তাহরীম: ৬)
এই আয়াত স্পষ্ট করে দেয় যে, সন্তানের ঈমান ও আমল রক্ষার দায়িত্ব পিতা-মাতার।

---

২. ঈমান শিক্ষা:

সন্তানের মধ্যে ছোটবেলা থেকেই তাওহীদ বা এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস গড়ে তোলা জরুরি।

হযরত লুকমান (আ.) তাঁর সন্তানকে উপদেশ দিয়েছিলেন:
“হে আমার ছেলে! আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করো না। নিশ্চয়ই শিরক সবচেয়ে বড় জুলুম।” (সূরা লুকমান: ১৩)

ঈমান শিক্ষা ছাড়া সন্তানের চরিত্র গঠন সম্ভব নয়।

---

৩. নামাজ শিক্ষা:

নবী ﷺ বলেছেন:
“সাত বছর বয়স হলে সন্তানকে নামাজের নির্দেশ দাও এবং দশ বছর বয়সে না পড়লে শাসন করো।” (আবু দাউদ)

নামাজ শিক্ষা সন্তানের জীবনে শৃঙ্খলা, তাকওয়া ও আল্লাহভীতি সৃষ্টি করে।

পরিবারে পিতা-মাতার নামাজ আদায়ের অভ্যাস থাকলে সন্তানও সহজেই নামাজের অভ্যাস করবে।

---

### ৪. কোরআন শিক্ষা:

কোরআন শিক্ষা প্রতিটি মুসলিম সন্তানের জন্য ফরজে আইন।
হাদিসে এসেছে: "তোমাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সেই ব্যক্তি, যে কোরআন শিখে এবং অন্যকে শেখায়।" (বুখারি)

ছোটবেলা থেকেই সন্তানকে কোরআন তিলাওয়াত, মুখস্থ করা ও অর্থ বোঝানো শেখানো পিতা-মাতার দায়িত্ব।

---

### ৫. হালাল-হারাম জ্ঞান:

সন্তানকে হালাল ও হারামের পার্থক্য শেখানো অপরিহার্য।
খাদ্য, উপার্জন, আচরণ ও লেনদেনে হালাল-হারামের শিক্ষা দিলে সন্তান সৎ ও নৈতিক জীবনযাপন করতে পারবে।

---

### ৬. নৈতিক ও চারিত্রিক শিক্ষা:

সন্তানকে সত্যবাদিতা শেখানো: নবী ﷺ বলেছেন, "সত্যের মধ্যে রয়েছে কল্যাণ।" (বুখারি)
অন্যের প্রতি দয়া ও সহমর্মিতা শিক্ষা দেওয়া।

পিতা-মাতার প্রতি সম্মান, শিক্ষকের প্রতি ভক্তি, প্রতিবেশীর প্রতি সদাচরণ শেখানো।

ধৈর্য, নম্রতা ও বিনয় শিক্ষা দেওয়া।

---

৭. রাসূল ﷺ এর শিক্ষাদান পদ্ধতি:

রাসূল ﷺ শিশুদের সাথে কোমল ব্যবহার করতেন এবং সহজ ভাষায় শিক্ষা দিতেন।

হাদিসে আছে: তিনি হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-কে উপদেশ দিয়েছিলেন:
“হে বৎস! আমি তোমাকে কয়েকটি বিষয় শিখাচ্ছি: আল্লাহকে স্মরণ রাখবে, আল্লাহও তোমাকে রক্ষা করবেন।” (তিরমিজি)

---

৮. সাহাবীদের সন্তান শিক্ষার দৃষ্টান্ত:

সাহাবীরা সন্তানদের ছোটবেলা থেকেই কোরআন মুখস্থ করাতেন।
তারা নামাজ, রোজা, আমল, জিহাদ ও আখিরাত সম্পর্কে শিক্ষা দিতেন।
হযরত উমর (রা.) বলতেন: “তোমরা সন্তানদের সাঁতার, তীরন্দাজি ও ঘোড়সওয়ারি শেখাও।”

---

৯. আধুনিক যুগে ধর্মীয় শিক্ষার চ্যালেঞ্জ:

প্রযুক্তি ও সোশ্যাল মিডিয়ার কারণে ধর্মীয় শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হওয়া।
পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাব।
দুনিয়াবি শিক্ষার প্রতি অতিরিক্ত ঝোঁক এবং মাদরাসা বা মসজিদের শিক্ষাকে অবহেলা করা।

---

১০. সমাধান ও করণীয়:

পরিবারে ইসলামী পরিবেশ সৃষ্টি করা।

সন্তানের জন্য নামাজ, কোরআন ও দ্বীনি শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

প্রযুক্তি ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা।

দুনিয়াবি ও আখিরাতমুখী শিক্ষার মধ্যে সমন্বয় আনা।

---

সারসংক্ষেপ:

সন্তানের জন্য সবচেয়ে বড় সম্পদ হলো ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা। পিতা-মাতার দায়িত্ব হলো সন্তানকে তাওহীদ, নামাজ, কোরআন, নৈতিকতা, হালাল-হারাম ও ইসলামী জীবনব্যবস্থা শেখানো। এই দায়িত্বে অবহেলা করলে সন্তান বিপথগামী হতে পারে এবং পিতা-মাতাও কিয়ামতের দিন দায়ী হবেন।

# অধ্যায় 14 : সন্তানের নৈতিক ও সামাজিক বিকাশ:

১. নৈতিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা:

সন্তান শুধু জ্ঞানী হলেই হবে না; তাকে সৎ, সত্যবাদী, ধৈর্যশীল ও নৈতিক হতে হবে।
কোরআনে আল্লাহ বলেন:
“তোমরা সত্যের সাথে থাক।” (সূরা তাওবা: ১১৯)
নৈতিকতা ছাড়া সমাজে শৃঙ্খলা ও শান্তি প্রতিষ্ঠা অসম্ভব।

---

২. সত্যবাদিতা ও আমানতদারিতা শিক্ষা:

রাসূল ﷺ বলেছেন: “সত্য মানুষকে সৎকর্মের দিকে নিয়ে যায়, আর সৎকর্ম জান্নাতের দিকে নিয়ে যায়।” (বুখারি, মুসলিম)

সন্তানকে শৈশব থেকেই মিথ্যা পরিহার করতে শেখাতে হবে।
প্রতিশ্রুতি রক্ষা ও আমানত ফেরত দেওয়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।

---

৩. পিতা-মাতা ও শিক্ষকের প্রতি সম্মান

কোরআনে বলা হয়েছে:
“তাদের (পিতা-মাতার) প্রতি উফ্ পর্যন্ত বলো না, তাদের ধমক দিও না; তাদের সাথে সম্মানজনক কথা বলো।” (সূরা বনী ইসরাঈল: ২৩)
সন্তানকে ছোট থেকেই শেখাতে হবে কিভাবে বড়দের সম্মান করতে হয়।

---

### ৪. প্রতিবেশী ও আত্মীয়ের অধিকার:

রাসূল ﷺ বলেছেন: “জিবরাইল আমাকে প্রতিবেশীর অধিকার সম্পর্কে এত উপদেশ দিয়েছেন যে আমি ভেবেছিলাম, তিনি হয়তো তাকে উত্তরাধিকারী বানাবেন।” (বুখারি, মুসলিম)

সন্তানকে সামাজিক জীবনে প্রতিবেশীর অধিকার, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা এবং দানশীলতা শিক্ষা দিতে হবে।

---

### ৫. ভ্রাতৃত্ব ও সহযোগিতা:

সন্তানকে শেখাতে হবে মুসলমান মুসলমানের ভাই।

হাদিস: “মুসলমান মুসলমানের ভাই, সে তার প্রতি জুলুম করে না, তাকে অপমান করে না।” (মুসলিম)

একে অপরকে সাহায্য করা, দুঃখে পাশে দাঁড়ানো ইসলামী চরিত্রের অঙ্গ।

---

### ৬. ধৈর্য, ক্ষমাশীলতা ও নম্রতা:

সন্তানকে কষ্ট সহ্য করা ও অন্যকে ক্ষমা করার শিক্ষা দিতে হবে।

কোরআনে বলা হয়েছে:
“তারা রাগ সংবরণ করে এবং মানুষকে ক্ষমা করে।” (সূরা আল-ইমরান: ১৩৪)

অহংকার ও গর্ব থেকে দূরে থেকে বিনয়ী হতে হবে।

---

### ৭. সমাজের প্রতি দায়িত্ববোধ:

সন্তানকে বোঝাতে হবে সমাজ কেবল ভোগের জায়গা নয়; বরং সমাজের উন্নয়নে তার ভূমিকা আছে।
সততা, ন্যায়বিচার, দানশীলতা ও সেবামূলক কাজে অংশ নেওয়া সামাজিক দায়িত্ব।
হাদিসে আছে: “সর্বোত্তম মানুষ সে-ই, যে মানুষের জন্য সবচেয়ে উপকারী।” (বায়হাকি)

---

### ৮. আধুনিক চ্যালেঞ্জ ও ইসলামের সমাধান:

আজকের সমাজে সন্তানের চরিত্র বিকাশে সোশ্যাল মিডিয়া, অশ্লীলতা, মাদকাসক্তি ইত্যাদি বড় বাধা।

সমাধান: পরিবারে ইসলামী পরিবেশ তৈরি করা, সন্তানকে সৎ সঙ্গী নির্বাচন শেখানো, এবং নিয়মিত নৈতিক শিক্ষা দেওয়া।

---

সারসংক্ষেপ:

ইসলামে সন্তানের নৈতিক ও সামাজিক বিকাশকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। পিতা-মাতার কর্তব্য হলো সন্তানকে সত্যবাদিতা, সম্মান, সহযোগিতা, ধৈর্য, দানশীলতা ও সামাজিক দায়িত্ব সম্পর্কে শিক্ষিত করা। কারণ সৎ ও নৈতিক সন্তানই একটি সুন্দর সমাজ ও উম্মাহ গড়ে তুলতে পারে।

# অধ্যায় 15 : পিতা-মাতার দায়িত্ব পালনে অবহেলা ও তার পরিণতি :

ইসলামে পিতা-মাতা একটি সন্তানের জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কর্তৃত্ব ও দায়িত্বশীল অবস্থানে রয়েছেন। তারা সন্তানের জন্য শুধু দুনিয়াবি জীবন নয়, বরং আখিরাতের সফলতাও নিশ্চিত করার জন্য দায়বদ্ধ। কিন্তু যখন পিতা-মাতা এই দায়িত্ব পালন করতে ব্যর্থ হন—অবহেলা, অজ্ঞতা, বা দুনিয়াবি ব্যস্ততার কারণে—তখন তার প্রভাব সন্তান, পরিবার, সমাজ এমনকি জাতির ওপরও গভীরভাবে পড়ে।

আল্লাহ তাআলা বলেন —

"হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদের ও তোমাদের পরিবারকে সেই আগুন থেকে রক্ষা কর, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর।"
(সূরা আত-তাহরীম ৬৬:৬)

এই আয়াত স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে, পরিবার তথা সন্তানকে নরকের আগুন থেকে রক্ষা করা পিতা-মাতার ঈমানি দায়িত্ব।

---

### 1/ দায়িত্বে অবহেলার মূল কারণ

ইসলামী সমাজে পিতা-মাতার দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার কারণগুলো সাধারণত তিন ভাগে বিভক্ত করা যায় —

1.ধর্মীয় অজ্ঞতা

অনেক পিতা-মাতা ইসলামি শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত নন। তাঁরা সন্তানের পার্থিব সাফল্যকে প্রাধান্য দেন, কিন্তু আখিরাতের মুক্তির দিকটি উপেক্ষা করেন।

2. অতিরিক্ত দুনিয়াবি ব্যস্ততা

আজকের যুগে অনেকেই জীবিকা ও সামাজিক প্রতিযোগিতার চাপে সন্তানদের প্রতি সময় দিতে পারেন না। ফলস্বরূপ, সন্তানরা ধর্ম, নৈতিকতা ও মানবিক মূল্যবোধ থেকে দূরে সরে যায়।

3.ভুল আদর্শ বা অনুকরণ

পশ্চিমা সংস্কৃতি বা অইসলামী জীবনধারা অনুকরণ করা অনেক সময় ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে দায়িত্ব পালনে বাধা সৃষ্টি করে। এতে সন্তানরা ধর্মীয় পরিচয় হারাতে শুরু করে।

---

2/ পিতা-মাতার অবহেলার দুনিয়াবি পরিণতি

সন্তান চরিত্রহীন ও অবাধ্য হয়ে ওঠা

যে সন্তান ধর্ম ও নৈতিকতার শিক্ষা পায় না, সে ধীরে ধীরে সমাজবিরোধী আচরণে লিপ্ত হতে পারে। কুরআনে বর্ণিত আছে —

“নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত, তারা ব্যতীত যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে।”
(সূরা আল-আসর ১০৩:২-৩)

ধর্মীয় শিক্ষা থেকে বঞ্চিত সন্তান সৎকর্ম থেকে দূরে সরে যায় এবং তার জীবন ক্ষতির পথে যায়।

### 3/ পারিবারিক বন্ধনের ভাঙন

পিতা-মাতা যদি সন্তানকে ভালোবাসা, ন্যায়, ও আদর্শ না শেখান, তবে পারিবারিক সম্পর্ক দুর্বল হয়ে যায়। তখন পরিবারে অসন্তোষ, অবাধ্যতা, এমনকি সহিংসতা দেখা দিতে পারে। একটি পরিবার যখন ধর্মীয় মূল্যবোধ হারায়, তখন সমাজে চুরি, মিথ্যা, প্রতারণা, জুলুম ও অশান্তি বৃদ্ধি পায়।
অতএব, সমাজে অনাচারের মূল কারণ পিতা-মাতার অবহেলা থেকেও উদ্ভূত হতে পারে।

### 4/ আখিরাতের পরিণতি

ইসলাম স্পষ্টভাবে জানিয়েছে, পিতা-মাতার উপর তাদের সন্তানের অধিকার রয়েছে, এবং কিয়ামতের দিনে এ বিষয়ে জবাবদিহি করতে হবে।

জবাবদিহি ও শাস্তি

আল্লাহ বলেন —

“প্রত্যেকেই নিজের আমলের জন্য দায়বদ্ধ।”(সূরা আল-মুদ্দাসসির ৭৪:৩৮)

যদি পিতা-মাতা তাদের সন্তানদের ঈমান ও আমল শিক্ষা না দেন, তবে তারা কিয়ামতের দিন এর জবাবদিহি করবেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন —

> “আল্লাহর কাছে প্রত্যেক রাখাল (দায়িত্বশীল ব্যক্তি) তার পালিতদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।”
(সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৮২৯)

এখানে “রাখাল” বলতে পিতা-মাতাকেও বোঝানো হয়েছে।

### 5/সন্তানের দোয়া থেকে বঞ্চিত হওয়া

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন —

“মানুষ মারা গেলে তার আমল বন্ধ হয়ে যায় তিনটি ব্যতীত— সদকায়ে জারিয়া, উপকারী জ্ঞান, এবং নেক সন্তান যে তার জন্য দোয়া করে।”
(সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৬৩১)

যদি পিতা-মাতা সন্তানকে নেক বানাতে ব্যর্থ হন, তবে মৃত্যুর পর তারা এই মহান দোয়ার সুফল থেকেও বঞ্চিত হন।

### 6/ আখিরাতের লজ্জা ও অনুতাপ

পিতা-মাতার অবহেলার কারণে যদি সন্তান পথভ্রষ্ট হয়, তবে কিয়ামতের ময়দানে তারা অনুতপ্ত হবে। কুরআনে বলা হয়েছে —

“সেদিন কোনো সম্পদ ও সন্তান কোনো কাজে আসবে না, কাজ দেবে কেবল সেই অন্তর যা আল্লাহর কাছে নির্মল।”
(সূরা আশ-শু’আরা ২৬:৮৮-৮৯)

অতএব, সন্তান যদি ঈমানহীন হয়, তবে পিতা-মাতা দুনিয়াতেও ক্ষতিগ্রস্ত, আখিরাতেও লাঞ্ছিত হবেন।

ইসলামী শিক্ষাবিদদের দৃষ্টিভঙ্গি

ইমাম গাজালী (রহঃ) তাঁর “ইহইয়া উলুমুদ্দীন” গ্রন্থে বলেন —

“সন্তান পিতা-মাতার হাতে এক ধরণের আমানত। যদি তাকে সঠিক পথে চালিত না করা হয়, তবে সে জাহান্নামের ইন্ধন হয়ে উঠবে।”

ইবনে কাইয়্যিম (রহঃ) বলেন —

“যে পিতা-মাতা সন্তানের চরিত্র গঠনে অবহেলা করে, সে তার সন্তানকে নষ্ট হওয়ার সুযোগ করে দেয়।”

---

### 7/ দায়িত্ব পালনে ইসলামের প্রেরণা

ইসলাম কেবল শাস্তির ভয় দেখায়নি; বরং দায়িত্ব পালনে অনুপ্রেরণাও দিয়েছে।

আল্লাহ বলেন —

“যে আল্লাহর পথে সন্তানদের সৎ পথে চালায়, সে জান্নাত লাভ করবে।”

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন —

“যে ব্যক্তি দুই কন্যাকে লালন-পালন করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করে, সে আমার সঙ্গে জান্নাতে থাকবে।”
(সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৬৩১)

অতএব, পিতা-মাতার জন্য সন্তান লালন-পালন ও ধর্মীয় দায়িত্ব পালন এক বিশাল সওয়াবের কাজ।

---

সারসংক্ষেপ:

ইসলাম সন্তান প্রতিপালনকে শুধু সামাজিক দায়িত্ব নয়, বরং এক ঈমানি ও নৈতিক আমানত হিসেবে বিবেচনা করে। পিতা-মাতা যদি তাদের দায়িত্ব পালনে অবহেলা করেন, তবে এর ফল শুধু দুনিয়ায় নয়, আখিরাতেও ভোগ করতে হবে। সন্তানদের ইসলামী শিক্ষায় গড়ে তোলা, তাদের মধ্যে তাকওয়া, চরিত্র ও আদর্শ প্রতিষ্ঠা করা—এটাই প্রকৃত অভিভাবকত্ব।

# অধ্যায় 16 : সমাধান ও করণীয়:

১. পারিবারিক পরিবেশের গুরুত্ব:

সন্তানকে নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়ার জন্য পরিবারে ইসলামী পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে।

পিতা-মাতার আচরণ, নামাজ, কোরআন পাঠ, দোয়া ও সদাচরণ শিশুদের জন্য আদর্শ।

নবী ﷺ বলেছেন: "প্রত্যেক সন্তান তার পিতামাতার আচরণ দ্বারা প্রভাবিত হয়।" (তিরমিজি)

---

২. পিতা-মাতার নৈতিক ও ধর্মীয় সচেতনতা:

সন্তানের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশের জন্য পিতা-মাতা নিজেই সচেতন হতে হবে।

ইসলাম শিক্ষা দেয়: পিতামাতার জন্য দায়িত্ব শুধু অর্থ ও খাবার নয়; তারা সন্তানকে সৎ, ঈমানদার ও নৈতিক মানুষ হিসেবে গড়ে তুলবে।

---

৩. সন্তানের শারীরিক ও মানসিক কল্যাণ নিশ্চিত করা:

খাদ্য, বস্ত্র, স্বাস্থ্য, শিক্ষার ব্যবস্থা ও নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করা।
মানসিক সহায়তা ও ভালোবাসা প্রদান। সন্তানের প্রতি অযাচিত রাগ বা শাসন এড়ানো, কোমলভাবে শিক্ষা দেওয়া।

---

৪. আধুনিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা:

প্রযুক্তি, সোশ্যাল মিডিয়া, অশ্লীলতা ও নৈতিক অবক্ষয় থেকে সন্তানকে রক্ষা করা।

সমাধান: নিয়মিত ধর্মীয় শিক্ষা, পরিবারের নিয়ন্ত্রণ ও সঠিক বন্ধু পরিবেশ নিশ্চিত করা।

---

### ৫. ইসলামিক শিক্ষার মাধ্যমে নৈতিক বিকাশ:

কোরআন ও হাদিসের শিক্ষার মাধ্যমে সন্তানকে সততা, সহানুভূতি, ধৈর্য, ক্ষমাশীলতা, দায়িত্বশীলতা ও সমাজকল্যাণে উৎসাহী করা।
পিতা-মাতার উদাহরণ ও দোয়া সন্তানের চরিত্র গঠনে গুরুত্বপূর্ণ।

---

### ৬. সমাজ ও রাষ্ট্রের সহযোগিতা

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, মসজিদ ও সামাজিক সংগঠন শিশু লালনপালনে সহায়তা করবে।
সমাজ ও রাষ্ট্রকে নীতি নির্ধারণ ও সচেতনতা মূলক কার্যক্রম চালাতে হবে।

---

### ৭. দোয়া ও আখিরাতের কল্যাণ:

প্রতিদিন সন্তানের জন্য দোয়া করা অপরিহার্য।

কোরআন নির্দেশ দেয়:
“হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিকে আমাদের চোখের শীতলতা দান কর এবং আমাদের মুত্তাকিদের নেতা বানাও।” (সূরা ফুরকান: ৭৪)
দোয়া শুধু আধ্যাত্মিক নয়, মানসিক ও সামাজিক বিকাশেও প্রভাব ফেলে।

---

### ৮. উপসংহারমূলক নির্দেশনা:

সন্তান জন্মের প্রথম দিন থেকে পূর্ণ যৌবন পর্যন্ত পিতা-মাতার দায়িত্ব থাকে।

দুনিয়া ও আখিরাতের সঙ্গতিপূর্ণ বিকাশের জন্য সন্তানের প্রতি দায়িত্ব পালন করা ইসলামিক কর্তব্য।
অবহেলার ফলে পিতা-মাতা কিয়ামতের দিন দায়ী হবেন।

---

সারসংক্ষেপ:

পরিবারে ইসলামী পরিবেশ বজায় রাখা। পিতা-মাতার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উদাহরণ। শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দায়িত্ব পালনে সচেতনতা। আধুনিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ধর্মীয় শিক্ষা ও দোয়া। সমাজ, রাষ্ট্র ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সহায়তা।

# অধ্যায় 17: উপসংহার (Conclusion):

সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার দায়িত্ব ও কর্তব্য ইসলামিক দৃষ্টিকোণ থেকে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই থিসিসে আমরা দেখেছি, সন্তানের লালনপালন কেবল দুনিয়াবি যত্নের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং এতে আধ্যাত্মিক, নৈতিক, সামাজিক ও মানসিক দিকও অন্তর্ভুক্ত।

ইসলাম শিশু জন্মের প্রথম দিন থেকেই তার প্রতি পিতা-মাতার দায়িত্ব নির্ধারণ করেছে। নবজাতকের জন্য সুন্নত অনুসারে আজান, ইকামত, তাহনিক, আকীকা ও নামকরণ করা, খতনা, মায়ের দুধ খাওয়ানো—এসব পদ্ধতি শিশু লালনপালনের ইসলামী নির্দেশনার অংশ। এছাড়া, সন্তানের শারীরিক, মানসিক ও শিক্ষাগত চাহিদা পূরণ করা, স্বাস্থ্য ও নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করা পিতা-মাতার দায়িত্ব।

ধর্মীয় শিক্ষা, নৈতিক চর্চা, সামাজিক দায়িত্ববোধ ও চরিত্র গঠন সন্তানের পূর্ণাঙ্গ বিকাশে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইসলামে পিতা-মাতার কর্তব্য হলো সন্তানকে ঈমানদার, নৈতিকভাবে উন্নত, দায়িত্বশীল এবং সমাজকল্যাণে উৎসাহী করে তোলা। পাশাপাশি আধুনিক যুগের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় পরিবার ও সমাজকে সক্রিয় ভূমিকা রাখতে হবে।

সর্বশেষে বলা যায়, সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার দায়িত্ব শুধুমাত্র দুনিয়াবি দায় নয়, বরং এটি আল্লাহর কাছে একটি গুরুদায়িত্ব। এই দায়িত্ব পালন করা পিতা-মাতার জন্য আধ্যাত্মিক পুরস্কার বয়ে আনে এবং অবহেলা করলে তারা কিয়ামতের দিনে দায়ী হবেন।

এই থিসিসে কোরআন হাদিসের আলোকে আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, সন্তানের সঠিক লালনপালন ও শিক্ষার জন্য  পিতা-মাতা, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র—সকলের সমন্বিত প্রচেষ্টায় দ্বীনি শিক্ষার মাধ্যমে সন্তানকে দুনিয়া ও আখিরাতের জন্য প্রস্তুত করা সম্ভব ইনশাআল্লাহ।